পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 338 Friday, 13 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৩৮ সংখ্যা ✱ ২৬ কার্ত্তিক ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

আরও ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' প্রকল্পের আওতায় শুক্রবার আরও ৭ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পাঠাতে চলেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, নবান্ন সভাঘরে প্রায় ১৫০ জন উপভোক্তা উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁদের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ জনের হাতে সরাসরি চেক তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ার পর পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিজস্ব কোষাগার থেকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করেছিল। ওই প্রকল্পে মোট ৩০ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তা বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক সহায়তার আওতায় আসেন। এর মধ্যে ১২ লক্ষ উপভোক্তা বিগত সরকারের আমলেই দু'দফায় মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তা প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাওয়ার পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয় এবং ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' রাখা হয়। নতুন সরকারের আমলে ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষের বেশি উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার আরও ৭ লক্ষ মানুষ সেই অর্থ পেতে চলেছেন। আবাসের টাকার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। স্থির হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' যোজনার অধীনে যাঁদের বাড়ি তৈরির কাজ চলছে এবং যাঁদের বৈধ জবকার্ড রয়েছে, সেই সমস্ত উপভোক্তাকে 'জিরামজি' প্রকল্পের আওতায় সর্বাধিক ৯০ দিনের শ্রমদিবসের মজুরি দেওয়া হবে। এর আগেও বলা হয়েছিল যে, উপভোক্তারা যখন নিজেদের বাড়ি তৈরি করেন, তখন তাঁরা নিজেরাও কায়িক শ্রম দেন, কিন্তু তার বিনিময়ে কোনও পারিশ্রমিক পান না। তাঁদের সেই শ্রমকে স্বীকৃতি দিতেই কেন্দ্রের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের নির্ধারিত হারেই মজুরি পাবেন উপভোক্তারা। সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভবনে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে কাজের গতি বাড়ানো এবং জিরামজিতে আরও বেশি কর্মদিবস তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সকাল থেকে অভিষেকর বাড়ির সামনে বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ শুরু হয়েছে বুধবার রাত থেকে। বৃহস্পতিবার সকাল হতে না হতেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে দিল বুলডোজার। সেই ঘটনায় অবশেষে মুখ খুললেন ডায়মন্ড-হারবারের সাংসদ। বললেন, ''হাজার হাজার বুলডোজার নামিয়েও আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না। আমার অদম্য জেদ আর সংকল্পকে টলানো যাবে না।'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন। সেইসময় নিরাপত্তারক্ষীদের থাকার জন্য ওই অস্থায়ী নির্মাণ করা হয়েছিল। এখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই সেটা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই ছাউনিটি 'ডায়রেক্টর অফ সিকিউরিটির' তৈরি করেছিল বলে দাবি করা হয় কালীঘাট তৃণমূলের তরফে। এখানে পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী সহ অভিষেকের অনুগামীরা এসে বসতেন একটা সময়। যেহেতু রাস্তা দখল করে সেটি বানানো হয়েছে তাই সরিয়ে ফেলা হল ছাউনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''হাজার-হাজার বুলডোজার নামিয়েও আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না। আমার অদম্য জেদ আর সংকল্পকে টলানো যাবে না। বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যা পারে করুক। আমি অন্যায়ের কাছে, বেইমান বহিরাগত বাংলা বিরোধীদের কাছে মাথা নত করব না, এক ইঞ্চিও পিছু হটব না।''

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ না করলেই কড়া শাস্তির মুখে পড়বেন সরকারি কর্মীরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ সরকারি কাজে গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করলেই এবার সরাসরি শো-কজের মুখে পড়তে হবে সরকারি আধিকারিকদের। এ বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। সরকারি দফতরের কাজকর্মে গতি আনতে এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি কমাতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিভিন্ন সরকারি দফতরে সার্টিফিকেট, অনুমোদন, লাইসেন্স কিংবা অনুমোদনের জন্য জমা পড়া আবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ অনুযায়ী, প্রতিটি পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া রয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে কোনও আবেদন নিষ্পত্তি না হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঞ্জুর বলে গণ্য হয়। তাতে আবেদনকারীর সুবিধা হলেও, তা আসলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের গাফিলতিকেই সামনে আনে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা



হয়েছে, কোনও আবেদন সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হলে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানকে দায়ী আধিকারিকের বিরুদ্ধে শো-কজ নোটিশ জারি করতে হবে। কেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে। নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে। সেই জবাব সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে সার্ভিস রুল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ, কাজে দেরির কারণ দর্শানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে বিভাগীয় পদক্ষেপের মুখেও পড়তে পারেন সরকারি কর্মীরা। শুধু তাই নয়, গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালাতেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আগের মাসের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে প্রতিটি দফতরকে। কতগুলি আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হওয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঞ্জুর হয়েছে, কতজন আধিকারিককে শো-কজ করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, রিপোর্টে সেই সমস্ত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। মুখ্যসচিবের এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

আদালতে গিয়েও এজলাসে পৌঁছতে পারলেন না পার্থ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ আরও এক মামলায় জামিন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এসএসসি গ্রুপ ডি মামলায় আজ আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। ৭০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি শর্ত। এসএসসি গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামে অভিযুক্ত হিসাবে চার্জশিট জমা পড়ার পর আজ, বৃহস্পতিবার তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেয় বিশেষ সিবিআই আদালত। হাজিরা



দিতে আদালত বিল্ডিংয়ের একতলায় উপস্থিত হলেও, পায়ের সমস্যার কারণে দোতলায় উপস্থিত হননি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অপারগ, সেই মর্মে পার্থর আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেন আদালতে। মেডিকেল রিপোর্ট গ্রহণ করে ভার্চুয়ালি আদালতের এক তলা থেকে শুনানিতে অংশ নেন পার্থ। এরপর মামলার শুনানি করে সাত হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়। জামিনের শর্ত হিসেবে সিবিআই আদালতের বিচারক নির্দেশ দেন যে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও কারণ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যেতে পারবেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। এছাড়া চার্জ গঠনের সময় আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। আদালতের শর্তে বলা হয়েছে, একই ধরনের অপরাধে যুক্ত থাকতে পারবেন না পার্থ। এছাড়া কাউকে ভয় দেখাতে পারবেন না।

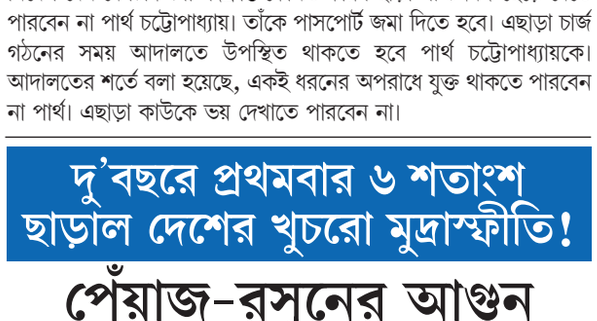
মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করাতে বিশেষ অধিবেশনের পরিকল্পনা কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বরঃ ২০২৯ সালে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন, অর্থাৎ খুব বেশি সময় নেই হাতে। তার আগেই দেশে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করতে মরিয়া কেন্দ্র সরকার। আর সেই লক্ষ্য পূরণেই এবার সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সর্বভারতীয় এক সংবাদসংস্থার সূত্রে খবর, মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করানোর উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ অধিবেশনের তোড়জোড় চলছে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবিত এই বিলটি পাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা ম্যাজিক ফিগার অনায়াসেই পেরিয়ে যাওয়া যাবে বলে আত্মবিশ্বাসী সরকার। কেন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে ১৫ থেকে ১৮টি ভোট বেশি পেয়েই বিলটি পাস হয়ে যাবে। তবে এই বিশেষ অধিবেশন কবে বসবে বা কতদিন চলবে, সে বিষয়ে এখনই নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়নি। সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থা ৫৪৩ সদস্যের লোকসভায় বর্তমানে তিনটি আসন শূন্য রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস করাতে হলে সরকারের প্রয়োজন ৩৬১টি ভোট। প্রস্তাবিত এই সংশোধনী বিলের মূল লক্ষ্য হল আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন-এর মাধ্যমে লোকসভার সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা বর্তমানের ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করা। লোকসভার এই আসন বৃদ্ধির মাধ্যমেই সংসদ এবং দেশের সমস্ত রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত হবে। সংসদীয় বিধি অনুযায়ী, এখনই খুব কম সময়ের নোটিসে সংসদের অধিবেশন ডাকা সরকারের পক্ষে সম্ভব।

দু'বছরে প্রথমবার ৬ শতাংশ ছাড়াল দেশের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি!

পেঁয়াজ-রসুনের আগুন দামে নাভিশ্বাস আমজনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ টানা ১২ মাস ধরে বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে গত অক্টোবর মাসে ভারতের খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার গত দু'বছরের মধ্যে প্রথমবার ৬ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর মাসে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি যেখানে ৫.৫৪ শতাংশ ছিল, অক্টোবরে তা একলাফে বেড়ে ৬.০৯ শতাংশে পৌঁছেছে। মূলত



খাদ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জেরেই সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির সূচক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, অক্টোবর মাসে খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতির হার সেপ্টেম্বরের ৭.৭৪ শতাংশ থেকে লাফিয়ে বেড়ে ৮.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রান্নাঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে পেঁয়াজের ক্ষেত্রে, যার দাম বেড়েছে প্রায় ১১৬ শতাংশ। এছাড়া রসুনের দাম ৬১ শতাংশ, আদার দাম ৪৮ শতাংশ এবং লেবুর দাম ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ মানুষের পকেটে বড়সড় টান ধরিয়েছে। কেবল বার্ষিক ভিত্তিতেই নয়, মাসিক ভিত্তিতেও অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে সামগ্রিক পণ্যের দাম ০.৫ শতাংশ বেড়েছে এবং খাদ্যপণ্যের দাম প্রায় এক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে মাত্র পাঁচটি অঞ্চল - আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ৪ শতাংশের নীচে ছিল। অন্যদিকে ১১টি রাজ্য ও কেঃ দ্রশাসিত অঞ্চলে এই হার ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে পুদুচেরিতে সর্বোচ্চ ৭.৯৬ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি নথিবদ্ধ হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, বিশ্ববাজারের অস্থিরতা, উৎসবের মরসুমে পোশাকের দাম বৃদ্ধি এবং গাড়ির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবও এই মুদ্রাস্ফীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, আগামী ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশের ওপরেই থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র কাছে মুদ্রাস্ফীতি ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রেখে ৪ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে টানা পঞ্চম মাসে মুদ্রাস্ফীতি ৪ শতাংশের ওপরে থাকল এবং ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর এই প্রথম তা ৬ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করল। নীতিনির্ধারকদের কাছে ধারাবাহিক এই মূল্যবৃদ্ধি এখন বড়সড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১০ কোটির প্রাসাদ ভেঙে গরিবের পাকা বাড়ি!

মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় জাহাঙ্গিরের বাড়ি, সন্দেশখালি নিয়েও ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১২ নভেম্বরঃ ফের মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় বাংলার ৩৪ বছরের বাম ও ১৫ বছরের তৃণমূল শাসন। বামেদের নাস্তিকতা এবং তৃণমূলের 'জামাত প্রেম'কে কাঠগড়ায় তুলে শুভেন্দু দাবি করলেন, আগের সরকার পুজো নিয়েও ভাগাভাগি করত। ভাষার নামে সনাতনীদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা হত। বৃহস্পতিবার ছটপুজোর প্রাক্কালে হাওড়ার কাজিপাড়ায় একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। ছটের আগে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই আগের তৃণমূল সরকারকে বিঁধলেন শুভেন্দু। তিনি বললেন, ''আগের সরকারের একটাই কাজ ছিল, ভাষার নামে সনাতনীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মারাঠিদের সব বহিরাগত বলত। আর বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জামাই আদর করত।'' শুভেন্দুর প্রশ্ন, ''তৃণমূলের কোনও নেতা তো মুসলিমদের মধ্যে উর্দুভাষী, বাংলাভাষীদের ভাগ করত না। শুধু বিজেপিকে বলত অবাঙালিদের পার্টি।'' তৃণমূলকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ১৫ বছর ধরে বাংলার পরম্পরা, ঐতিহ্য সব নষ্ট করেছে। পিতৃপক্ষে কাঁচি নিয়ে বেরোত। রামনবমীতে মিছিলে পাথর ছুঁড়ত। শুভেন্দুর দাবি, সংখ্যালঘুরাও যে এখন সরকারের পক্ষে সেটা স্পষ্ট হয়েছে নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরের ফলে। বাংলায় মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের জায়গা নেই। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''ওরা পুজোর মধ্যেও বিভেদ করত। বলত ছট বিহারের, রামনবমী উত্তরপ্রদেশের, ছট বিহারের। আজ গোটা বিশ্বের সনাতনীরা একসঙ্গে সব পুজো করছে। সনাতনীরা দুর্গাপুজোও করছে, জগদ্ধাত্রী পুজোও করছে, রামনবমীও করবে, ছটপুজোও করছে।'' বস্তুত ২০২১ সালের নির্বাচনে বহিরাগত তত্ত্ব তুলে বিজেপিকে পরাস্ত করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও ছাব্বিশে তাঁর সেই অস্ত্রও বিফলে গিয়েছে। সে কথা মনে করিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''যারা বিভাজন করতে চেয়েছিল, তাঁদের



সবাইকে ভেঙে দিয়েছি।'' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এতদিন সনাতনীদের মধ্যে ভাষার নামে বিভেদ তৈরি করে ১৫ বছর শাসন করেছে। ২০-৩০ হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাঠিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ''কাউকে ছাড়ব না। সবাইকে জেলে ঢোকাব। সবে ৬ মাস হয়েছে। আরও অনেক কিছু দেখা বাকি।'' শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, ''কমিউনিস্ট এবং জামাতি সবাইকে শেষ করব। কাউকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না।'' তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভাষণ শেষের আগে ৩ বার ছটি মাইয়া কি জয় বলতে শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিন ফলতায় জাহাঙ্গির খানের বিতর্কিত বহুতল ভাঙার প্রক্রিয়ার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, সরকারি জমি দখলমুক্ত করার পর সেই জমি গরিব মানুষের আবাসনের কাজে ব্যবহার করা হবে। তিনি জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় উদ্ধার হওয়া সরকারি জমিতে স্থানীয় দরিদ্র মানুষের জন্য আবাস যোজনার পাকা বাড়ি তৈরি করবে রাজ্য সরকার। একই পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সরবেড়িয়া নিয়েও। ফলতার ঘটনা নিয়ে এদিন সরাসরি আক্রমণাত্মক সুরে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ''সরকারি জমি দখল করে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাসাদোপম বহুতল নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই জমি পুনরুদ্ধারে প্রশাসন যে পদক্ষেপ করছে, তা রাজ্যের মানুষ দেখছেন। তবে সরকারের লক্ষ্য শুধু বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া নয়, উদ্ধার হওয়া জমি গরিব মানুষের কাজে লাগানো হবে।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ফলতায় দখলমুক্ত হওয়া জমিতে স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করা হবে। পাশাপাশি সন্দেশখালির সরবেড়িয়াতেও সরকারি জমি ও সম্পত্তি দখলমুক্ত করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। অর্থাৎ, সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের পর সেই জমিতে আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনাও করছে রাজ্য সরকার- এমনই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার শ্রীরামপুর এলাকায় সরকারি জমি দখল করে বেআইনি বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওই প্রাসাদোপম বাড়ি নিয়ে প্রশাসনিক তদন্তের পর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের নির্দেশের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বাড়িটি ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও এই বাড়িকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা ওই বাড়ির সামনে গিয়ে জাহাঙ্গির খানকে সতর্ক করেছিলেন। পাল্টা জাহাঙ্গিরের 'পুষ্পা' মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়েছিল। সেই বিতর্কের পর এবার বাড়ি ভেঙে উদ্ধার হওয়া জমিতে গরিবদের জন্য আবাসন তৈরির ঘোষণায় নতুন করে আলোচনায় ফলতা। ফলতার পাশাপাশি সরবেড়িয়ার নাম উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিয়েছেন, সরকারি জমি দখলমুক্ত করার অভিযান আরও বিস্তৃত হতে পারে। এখন দেখার, উদ্ধার হওয়া জমিতে আবাসন প্রকল্পের কাজ কবে শুরু হয় এবং কতগুলি দরিদ্র পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পায়।

প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ২.৭৮ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত! সোনা পাপ্পু মামলায় বড় পদক্ষেপ ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ সোনা পাপ্পু মামলায় এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং তাঁর পরিবারের নামে থাকা প্রায় ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে ইডির এই কড়া পদক্ষেপে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা ওই বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় কলকাতা শহরের তিনটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে অবস্থিত একটি মূল্যবান জমি রয়েছে। সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর মামলায় এর আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের এই প্রাক্তন আধিকারিক। এবার তাঁর এবং পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা সম্পত্তির উৎস খতিয়ে দেখে সেগুলি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল ইডি। ধৃত প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। তিনি কান্দি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। কর্মজীবনে কলকাতা



পুলিশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি এবং একসময় কালীঘাট থানার ওসি হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বেআইনি অর্থের পাহাড় গড়ার অভিযোগে ইডির এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পদক্ষেপ মামলাটির তদন্তে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। জমি দখল কাণ্ডে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি-র হাতে গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। এর মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুর্নীতিদমন আইনে নতুন মামলা দায়ের করেছিল কলকাতা পুলিশ। অভিযোগ, পদে থাকাকালীন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের অবৈধ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে শান্তনু সিংহ বিশ্বাস মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকারও বেশি আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছেন। উল্লেখ্য, সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দার এবং ব্যবসায়ী জয় কামদারের সঙ্গে আঁতাত করে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার একাধিক মূল্যবান জমি বেআইনিভাবে দখলের অভিযোগ ওঠে শান্তনুর বিরুদ্ধে। অসহায় জমির মালিকদের ওপর অত্যাচার চালাতে এবং ভয় দেখাতে নিজের পুলিশি পদকে সরাসরি ব্যবহার করতেন শান্তনু। ইডির দাবি, এই চক্রটি কলকাতার বিভিন্ন এলাকার জমি দখল করে অন্তত ৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। জমি দখল মামলায় ইডি ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করেছে, যেখানে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সরাসরি ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ মেলার কথা বলা হয়েছে।

'নিজেকে তো বুদ্ধিমান মনে করেন, কারা বিজেপি বা তৃণমূলের বিচারপতি তালিকা দিন'

অভিষেককে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বরঃ বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে এবার মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে বড় অভিযোগ রাজ্য সরকারের। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন রাজ্যের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে যে, বিচারব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত করার দায়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননা বা 'ক্রিমিনাল কনটেম্পট'-এর মামলা শুরু করা উচিত। রাজ্যের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন যে, রাজনৈতিক আঙিনায় ল।ই চলতেই পারে, কিন্তু সেই লড়াইয়ের মধ্যে কোনওভাবেই দেশের বিচারব্যবস্থাকে টেনে আনা উচিত নয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অভিষেক নিজের ফেসবুক পেজ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনে পুলিশি রেইকি ও নজরদারির অভিযোগ তুলে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। রাজ্যের অভিযোগ, সেই ভিডিওতে সাংসদ এমন কিছু মন্তব্য ও অভিযোগ করেছেন, যা সরাসরি দেশের বিচারব্যবস্থা ও আদালতের



মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই রাজ্যের তরফে এদিন হাইকোর্টে আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, এদিনের শুনানিতে মমতা তৃণমূল নেতার নিরাপত্তা কমানো সংক্রান্ত মূল মামলাটির রায়দান স্থগিত রাখলেও, বিচারব্যবস্থা নিয়ে সাংসদের বক্তব্যের জেরে এজলাসে তীব্র বাদানুবাদ তৈরি হয়। শুনানি চলাকালীন সাংসদের আইনজীবী আদালতে জানান যে, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছ

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড।

নিবন্ধিত কার্যালয়: ইউনিট নং ১৯০১, ১৯তম তলা, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক 'এ', ৭৮৯ আনন্দপুর ই.কে.টি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
CIN: L24232WB1987PLC042956, ওয়েবসাইট: www.kilburnengg.com

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্ধ বছরের জন্য
নিরীক্ষাবিহীন স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষে)

বিবরণ ওয়েল.	বিশেষ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত) 30.09.2026	অর্ধ-বার্ষিক সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত) 30.09.2026	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত) 30.09.2025
1	মোট আয়	7,201.50	13,410.84	11,686.34
2	করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	748.82	1,459.29	2,588.33
3	কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	574.57	1,091.56	1,801.14
4	নির্দিষ্ট সময়কাল/বছরের জন্য মোট সমন্বিত আয়/(ক্ষতি)	414.84	1,213.01	1,971.21
5	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০)	5,600.04	5,600.04	5,143.79
6	মোট রিজার্ভ	66,146.82	66,146.82	47,612.02
7	শেয়ার প্রতি আয় (EPS) (ইন) বেসিক এবং ডাইলুটেড ইপিএস (₹-এ)	1.04	1.97	3.65

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ অর্ধবার্ষিকীর জন্য নিরীক্ষাবিহীন সমন্বিত আর্থিক
ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষে)

বিবরণ ওয়েল.	বিশেষ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত) 30.09.2026	অর্ধ-বার্ষিক সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত) 30.09.2026	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত) 30.09.2025
1	মোট আয়	15,570.06	27,622.39	15,721.14
2	করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	2,128.69	3,883.47	3,742.41
3	কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	1,650.63	2,959.49	2,688.29
4	নির্দিষ্ট সময়কাল/বছরের জন্য মোট সমন্বিত আয়/(ক্ষতি)	1,489.06	3,076.27	2,852.07
5	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০)	5,600.04	5,600.04	5,143.79
6	মোট রিজার্ভ	72,609.03	72,609.03	51,203.95
7	শেয়ার প্রতি আয় (EPS) (মুদ্রায়) বেসিক এবং ডাইলুটেড EPS (₹-এ)	2.98	5.35	5.45

নোট:

উপরে যা দেওয়া হয়েছে, তা হলো সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিলকৃত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলিতে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.comএ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি দেখা যাবে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
এসডি/-
(রঞ্জিত পামো লালা)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো
ডিআইএন ০৭২৬৬৮৭৬

তারিখ: ১২ই নভেম্বর ২০২৬
স্থান: কলকাতা

গঙ্গার ভাঙন ও জলোচ্ছ্বাসে হাজিপুরে বিপন্ন ছট পুজোর প্রস্তুতি

হাজিপুর (বিহার), ১২ নভেম্বর ঃ শুক্রবার ' নহায়-খায়'-মধ্য দিয়ে শুরু হতে চলেছে সূর্য উপাসনার মহাপর্ব ছট পুজো। কিন্তু উসবের প্রাক্কালে বিহারের বৈশালী জেলার হাজিপুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় গঙ্গা নদীর তীব্র ভাঙন এবং আকস্মিক জলস্তর বৃদ্ধির জেরে চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। নদীপাড়ের মাটি ক্রমাগত ধসে যাওয়ায় এবং গভীর গর্ত তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রায় ২০টি গ্রামের বাসিন্দারা প্রথাগত গঙ্গার ঘাটে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিবর্তে নিজেদের বাড়ির আঙিনায় ও গ্রামের ভেতরেই অস্থায়ী কৃত্রিম জলাশয় বা ঘাট তৈরি করে ছটের অর্ঘ্য নিবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ব্রতীরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি এবং গঙ্গার প্রবল স্রোতের কারণে হাজিপুরের একাধিক এলাকায় নদী তীরবর্তী জমি ও পুরনো ঘাটগুলি সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে গিয়েছে বা বিপজ্জনক হয়ে পাছে। নদীর পা। অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়ায় সেখানে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বিপজ্জনক ঘাটগুলি চিহ্নিত করে লাল পতাকা লাগানো হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে নদীর গভীর জলে না নামার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।এমতাবস্থায় ভক্তি ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে বিকল্প পথ বেছে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। প্রায় ২০টি গ্রামের মানুষ নিজেদের বাড়ির ছাদে, উঠোনে কিংবা গ্রামের নিরাপদ খোলা জায়গায় মাটি খুঁড়ে এবং ত্রিপল বিছিয়ে জল ভরে কৃত্রিম ঘাট তৈরি করছেন। কলাগাছ ও আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে সেই অস্থায়ী ঘাটগুলিকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, ছট মহাপর্ব তাঁদের জীবনের অন্যতম পবিত্র উৎসব, কিন্তু পরিবারের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা সম্ভব নয়। গঙ্গার ঘাটগুলি বর্তমানে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে থাকায় বাধ্য হয়েই তাঁরা বাড়িতে কৃত্রিম ঘাট বানিয়ে সূর্যদেব ও ছঠি মাইয়ার আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন নেপালের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী টপ বাহাদুর রায়ামাজি

কাঠমান্ডু, ১২ নভেম্বর ঃ নেপালের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং সিপিএন-ইউএমএল নেতা টপ বাহাদুর রায়ামাজি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ভুয়ো ভুটানি শরণার্থী কেলেঙ্কারির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত রায়ামাজিকে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য আইনি রেয়াত বিধানের অধীনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।প্রশাসন জানিয়েছে, তাকে তার স্ত্রী এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি বৃহস্পতিবার সকালে কারাগার থেকে হেঁটে বেরিয়ে এসেছেন। টপ বাহাদুর রায়ামাজির বয়স ৬৫ বছর। তিনি প্রবীণ নাগরিক সুবিধার ভিত্তিতে মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন।তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, আদালত একটি সংশোধিত কারা পরোয়ানা জারি করে এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আইনি রেয়াত মঞ্জুর করার আদেশ দেয়। কাঠমান্ডু জেলা আদালতও এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে কারা প্রশাসনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। বর্তমান আইনি বিধান অনুযায়ী, প্রবীণ নাগরিকদের কারাদণ্ডে ২৫ শতাংশ রেয়াত দেওয়া হয়।ভুয়ো ভুটানি শরণার্থী কেলেঙ্কারির ঘটনায় ২০২৩ সালের ১৫ই মে রায়ামাজিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে চার বছরের কারাদণ্ড এবং ৪০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। আদালত প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রীকে প্রতারণা, সংগঠিত অপরাধ এবং রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।আদালত তাকে প্রতারণার জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড ও ২০,০০০ টাকা জরিমানা, সংগঠিত অপরাধের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ড ও ৩০,০০০ টাকা জরিমানা এবং রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের জন্য এক বছর ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ১৫,০০০ টাকা জরিমানা করে। একই অপরাধের জন্য অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ডও আরোপ করা হয়।তবে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য দণ্ডগুলো যুগপভাবে কার্যকর হওয়ায়, আদালত দণ্ডগুলো সমন্বয় করে চূড়ান্তভাবে চার বছরের কারাদণ্ড এবং ৪০,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with Ganga Sagar Mela-2027 at Mela Office, Ganga Sagar, South 24 Parganas on 14.11.2026" [Job No. KIT/RW/256 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-143/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing : 13.11.2026 up to 03.00 PM

2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Ganga Sagar Mela-2027 at Mela Office, Ganga Sagar, South 24 Parganas on 14.11.2026" [Job No. KIT/RW/257 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-144/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing : 13.11.2026 up to 03.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata- 700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1 "Temporary IT Infrastructural Work of CCTV Surveillance System at the Helipad Sahari Football ground, Claret Ashram (Parking Place) and Singhpara parking ground in Jhargram District in Connection with the Proposed Visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on 15.11.2026."

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-132 of 2026- 27 Last date of submission of Quotation: 13.11.2026 up to 02:30 PM.

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to acquire, purchase, subscribe or to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 02, 2026 (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**) filed with the BSE Limited **("BSE")** and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**. *This Advertisement is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.*

MIHIKA INDUSTRIES LIMITED

Our Company was initially incorporated as 'Ashish Vanijya Pratishthan Limited', a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to the certificate of incorporation dated January 5, 1983, issued by the Registrar of Companies, West Bengal ("RoC"). Thereafter, the name of our Company was changed to 'Mihika Industries Limited' and a fresh certificate of incorporation dated May 05, 1995, bearing Corporate Identification Number L70101WB1983PLC035638 was issued by the RoC West Bengal.

Registered Office: ASO-432 4th (Fourth) Floor, Rajarhat It Park Ltd, Plot No-2C/I, Action Area II C, Rajarhat, New Town, Kolkata – 700161.

Corporate Office: F-607, Titanium City Centre, Near Sachin Tower, Satellite, Jodhpur Char Rasta, Ahmedabad, Ahmedabad City, Gujarat, India-380015. **Contact Number:** +91 73836 25975;
Contact Person: Ms. Umang Agrawal, Company Secretary & Compliance Officer; **E-mail Address:** mihikaindustrieslimited@gmail.com; **Website:** www.mihika.co.in; **Corporate Identity Number:** L70101WB1983PLC035638

ISSUE OF UP TO 9,00,00,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 0 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 9000.00 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 9 (NINE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, NOVEMBER 06, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE
**Assuming full subscription in the Issue. Subject to finalization of Basis of Allotment.*

OUR PROMOTERS: THE PROMOTER OF OUR COMPANY IS M/S VEGGIE FEST FOODS PRIVATE LIMITED

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON#
NOVEMBER 19, 2026	DECEMBER 01,2026	DECEMBER 04, 2026

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to acquire, purchase, subscribe or to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 02, 2026 (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**) filed with the BSE Limited **("BSE")** and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**. *This Advertisement is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.*

ASBA* **Simple, Safe, Smart way of Application!!!** ***Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. No cheque will be accepted. Investors have to apply through the ASBA process. For further details read section on ASBA below.**

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI ICDR Master Circular and the ASBA Circulars, all Eligible Equity Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Eligible Equity Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see *"Making of an Application through the ASBA process" page 75 of the Letter of Offer.*

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI ICDR Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date i.e. November 06, 2026 and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. They may also communicate with the Registrar with the helpline number (+91 8108114949) and their email address (mihikaindustries.rights@in.mpms.mufg.com)

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Resident Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat escrow account (namely, "MIIPL MIHIKA INDUSTRIES LIMITED RIGHTS ESCROW DEMAT ACCOUNT") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or suspended for debit or credit or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) credit of the Rights Entitlements returned / reversed / failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings.

In accordance with the SEBI ICDR Master Circular, the Resident Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date shall not be eligible to make an Application for Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

Facility for Application in the Issue

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI ICDR Master Circular and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see ***"Making of an Application through the ASBA process" on page 75*** of the Letter of Offer. For details of procedure for application by the resident Eligible Equity Shareholder holding Equity Shares in physical form as on Record Date, see ***"Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form"*** beginning on page 78 of the Letter of Offer.

Making of an Application through the ASBA process

An Eligible Equity shareholder, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to www.sebi.gov.in/sebiweb/other/ =OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

Our Company, their directors, their employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process.

Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI ICDR Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company, at least two Working Days prior to the Issue Closing Date to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Rights Entitlements of the Physical Shareholders who do not furnish the details of their demat account to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, shall lapse. Such resident Eligible Equity Shareholders must check the procedure for Application in ***"Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form"*** beginning on page 78 of the Letter of Offer.

IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR MASTER CIRCULAR, THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR DEMAT ACCOUNT TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM ONLY: Eligible Equity Shareholders may please note that the Rights Equity Shares applied for in the Issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our Equity Shares are held by such Investor on the Record Date.

DISPATCH OF THE LETTER OF OFFER ("LOF") AND APPLICATION FORM AND RIGHTS ENTITLEMENT LETTER ("REL's"): The dispatch of the LOF and REL's along with Application Form for the Issue was completed on or before Friday , November 13, 2026 by the Registrar to the Issue to all the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose name appeared in the Register of Members/Beneficial Owners of the Company as on Record Date i.e. November 06, 2026; in the electronic form through email on Friday, November 13, 2026 to the Eligible Equity Shareholders who have registered their email ids and physically through Speed Post on or before Friday , November 13, 2026, to the Eligible Equity Shareholders who have not registered their email ids with the Company or with the Registrar to the Issue.

Eligible Equity Shareholders can access the Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Right Equity Shares under applicable securities laws) on the websites of our Company at www.mihika.co.in, Registrar to the Issue at www.in.mpms.mufg.com; BSE Limited at www.bseindia.com .

Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar to the Issue at www.in.mpms.mufg.com by entering their DP-ID, Client-ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS:

Pursuant to provision of the SEBI ICDR Regulations, SEBI ICDR Master Circular and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlement of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under INE779Q20017 subject to requisite approvals. In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI ICDR Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Resident Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat escrow account (namely, " MIIPL MIHIKA INDUSTRIES LIMITED RIGHTS ESCROW DEMAT ACCOUNT ") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI LODR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

Eligible Equity Shareholders are requested to provide the relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details / records confirming the legal and beneficial ownership of their respective equity shares) to our company or the registrar not later than two working days prior to the issue closing date to enable the credit of the Rights Entitlements by way of transfer from the escrow demat account to their demat account at least one day before the Issue Closing date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our company or the Registrar, is active to facilitate the aforementioned transfer.

Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process:

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchange. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being **Mihika Industries Limited**;
2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID;
4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue;
5. Number of Equity Shares held as on Record Date;
6. Allotment option – only dematerialised form;
7. Number of Rights Equity Shares entitled to;
8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
10. Total number of Rights Equity Shares applied for;
11. Total Application amount paid at the rate of ₹ 10.00/- per Rights Equity Share;
12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/ NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB);
16. In addition, all such eligible equity shareholders are deemed to have accepted the following:

*"I/ We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the **"United States"**), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. I/ we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act **("Regulation S")** to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. I/ we understand that the Issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/ we confirm that I am/ we are (a) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar or any other person acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction.*

I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/ We satisfy, and each account for which I/ we are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence.

*I/we hereby make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in the section of the Letter of Offer titled **"Restrictions on Purchases and Resales"** on page 98.*

I/ We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulations, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

I/ We acknowledge that the Company, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.in.mpms.mufg.com .

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

In case an Investor makes an Application through both Application Form as well as on plain paper, the Application is liable to be rejected.

LAST DATE FOR APPLICATION:

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is December 04,2026, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in the section entitled ***"Basis of Allotment"*** on page 92. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange.

APPLICANTS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS: The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchange (the **"On Market Renunciation"**); or (b) through an off-market transfer (the **"Off Market Renunciation"**), during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

**INVESTORS TO KINDLY NOTE THAT AFTER PURCHASING THE RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKET RENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, AN APPLICATION HAS TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTS EQUITY SHARES. IF NO APPLICATION IS MADE BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OR THE RENOUNCEE OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BE

‘সুপ্রিম কোর্টে যাব, ১ ডিসেম্বর থেকে কো-অর্ডিনেটর’, ছটপুজোর মঞ্চে হাওড়া পুরসভা নিয়ে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ পুরভোটের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেও আপাতত হাওড়া পুরসভার নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। নভেম্বর মাসে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই বলেই বৃহস্পতিবার সকালে শিবপুরের কাজীপাড়ায় ছটপুজোর সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম সচল রাখতে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন তিনি। একইসঙ্গে পুরভোট আটকাতে বিরোধীদের আদালতে যাওয়ার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) দাখিল করার হুঁশিয়ারিও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, গত ১২ বছর ধরে হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সামান্য দু’ঘণ্টার বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যাচ্ছে। নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পানীয় জল, রাস্তা, পথবাতি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক শিক্ষার মতো মৌলিক পরিষেবা দিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করে সরকার পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। কিন্তু নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় বিরোধীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে ভোট প্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এমনকী পুজোর ছুটির মধ্যেও অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এর পাল্টা রাজ্য সরকারও সুপ্রিম কোর্টে যাবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, নির্বাচন না হলে ১ ডিসেম্বর থেকেই প্রতিটি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর বসানো হবে। তবে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে। যারা সরকারের কাজে বাধা দেবেন না এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সহযোগিতা করবেন, তাঁদেরই দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পুরভোটের পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বিরোধীদের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনকে একযোগে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, এই দুই শাসনকালে বাংলার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। পিতৃপক্ষে কাঁচি নিয়ে বেরোনো থেকে রামনবমীর মিছিলে পাথর ছোড়ার ঘটনা;আগের সরকারের আমলে রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে কোনও ভেদাভেদ করা হবে না জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, রাজ্যে মৌলবাদ, উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ বরদাস্ত করা হবে না। বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গেও কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে প্রত্যেককে চিহ্নিত করে রাজ্য থেকে ফেরত পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সরকারি জমি দখল নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। ‘পুষ্পা, ঝুকেগা নেহি’ সংলাপের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে তৈরি বাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং উদ্ধার হওয়া জমি এলাকার গরিব মানুষের আবাস যোজনার কাজে ব্যবহার করা হবে। সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহান ফিশ মার্কেটের বিরুদ্ধেও একই ধরনের পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, যা দেখা যাচ্ছে তা কেবল শুরু, আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। রাজ্য থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা বাইরে পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় জড়িতদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং একে একে প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। অন্যদিকে, বাংলার সনাতনী সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরম্পরা ফিরিয়ে আনার বিষয়টিও এদিনের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায়। রামনবমীকে উত্তরপ্রদেশের এবং গণপতি উৎসবকে মহারাষ্ট্রের উৎসব বলে বাংলায় পালনের বিরোধিতা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান নিয়েও বিভাজনের রাজনীতি হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তবে সেই বিভাজনের দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন বাংলায় গণপতি উৎসব, বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ছট এবং জগদ্ধাত্রী পুজো সবই একসঙ্গে পালিত হচ্ছে। সনাতনীদের বৃহত্তর ঐক্যের বার্তাও দেন তিনি। রাজ্যে পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবার ৫৮ হাজার দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১৩ হাজার বেশি। দীপাবলিতেও সাত হাজার বেশি পুজো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আগের তৃণমূল সরকার বিভিন্ন পুজো আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এদিন ছটপুজোর আয়োজন নিয়েও প্রশাসনের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গার ঘাটগুলিতে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, জেলাশাসক, পুরসভা ও মিউনিসিপ্যালিটির আধিকারিকরা সমন্বয় রেখে কাজ করছেন বলে জানান তিনি। ঘাট পরিষ্কার, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন। ছটপুজোকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতনী পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে অভিহিত করে এদিনের অনুষ্ঠানে এক হাজারেরও বেশি পুণ্যার্থীর উপস্থিতির কথাও জানান তিনি। আগামী ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় গঙ্গায় বোটে থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী, যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়। কাজীপাড়ার অনুষ্ঠান শেষে বেলুড় মঠে যাওয়ার কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। সরকারের সঙ্গে বেলুড় মঠের কিছু কাজ রয়েছে বলে জানিয়ে সেখান থেকে বাঁকুড়া সফরে যাওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার কর্মসূচি শেষ করে কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে তাঁর।

MUTHOOT FINCORP LTD. | মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

এতদ্বারা সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত শাখাগুলিতে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারসমূহ, যেগুলির মুক্তিকরণের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বারবার নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত মুক্ত করা হয়নি, সেগুলি 18.12.2026 তারিখে সকাল ১০:০০টা থেকে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে।

NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - BAGUIHATI: 4155004269, 4155004275, 4155004316, 4155004348, 4155004384, 4155004404, 4155004521, 4155004562, 4155004582, 4155004589, 4155004608, 4155004614, 4155004621, 4155004628, 4155004639, 4155004646, 4155004677, 4155004686, 4155004708, 4155004718, 4155004724, 4155004747, 4155004756, 4155004769, 4155004787, 4155004797, 4155004812, 4155004858, 4155004865, 4155004895, 4155004943, 4155004976, 4155005004, 4155005029, 4155005034, 4155005042, 4155005099, 4155005100, 4155005124, 4155005141, 4155005163, 4155005196, 4155005196, 4155005206, 4155005208, 4155005211, 4155005229, 4155005244, 4155005278, 4155005297, 4155005302, 4155005303, 4155005304, 4155005305, 4155005307, 4155005376, 4155005383, 4155005419, 4155005456, 4155005482, 4155005483, 4155005502, 4155005515, 4155005549, 4155005586, 4155005591, 4155005623, 4155005686, 4155005725, 4155005747, 4155005757, 4155005758, 4155005769, 4155005775, 4155005781, 4155005999, 4155006999, 4155007021, 4155007038, 4155007042, 4155007108, 4155007184. **BARASAT-DAKBANGLO MORE:** 2409002925, 2409002948, 2409002951, 2409002991, 2409003000, 2409003001, 2409003003, 2409003056, 2409003086, 2409003090, 2409003101, 2409003151, 2409003216, 2409003218, 2409003231, 2409003252, 2409003266, 2409003274, 2409003300, 2409003301, 2409003302, 2409003303, 2409003307, 2409003329, 2409003331, 2409003364, 2409003367, 2409003383, 2409003384, 2409003409, 2409003416, 2409003417, 2409003442, 2409003467, 2409003492, 2409003532, 2409003555, 2409003568, 2409003589, 2409003590, 2409003603, 2409003612, 2409003616, 2409003617, 2409003620, 2409003727, 2409003754, 2409003755, 2409003757, 2409003760, 2409003797, 2409003798, 2409003801, 2409003810, 2409003811, 2409003827, 2409003894, 2409003995, 2409004001, 2409004002, 2409004105, 2409004133, 2409004162, 2409004220, 2409004232, 2409004245, 2409004254, 2409004255, 2409004257, 2409004266, 2409004270, 2409004302, 2409004322, 2409004342, 2409004360, 2409004362, 2409004385, 2409004427, 2409004445, 2409004446, 2409004475, 2409004504, 2409004512, 2409004514, 2409004515, 2409004529, 2409004583, 2409004585, 2409004586, 2409004588, 2409004600, 2409004601, 2409004660, 2409004665, 2409004669, 2409004670, 2409004682, 2409004699, 2409004703, 2409004722, 2409004723, 2409004725, 2409004729, 2409004732, 2409004738, 2409004784, 2409004799, 2409004836, 2409004857, 2409004885, 2409004925, 2409004949, 2409005004, 2409005007, 2409005025, 2409005064, 2409005099, 2409005101, 2409006107, 2409006574, 2409006577, 2409006588, 2409006673, 2409006698, 2409006770, 2409006811, 2409006850. **BASIRHAT:** 2550004497, 2550004573, 2550004586, 2550004621, 2550004640, 2550004695, 2550004764, 2550004808, 2550004917, 2550004949, 2550005000, 2550005013, 2550005022, 2550005068, 2550005077, 2550005104, 2550005163, 2550005180, 2550005190, 2550005217, 2550005218, 2550005240, 2550005266, 2550005291, 2550005357, 2550005362, 2550005399, 2550005402, 2550005463, 2550005532, 2550005564, 2550005576, 2550005579, 2550005580, 2550005603, 2550005695, 2550005706, 2550005711, 2550005744, 2550005750, 2550005768, 2550005778, 2550005792, 2550005810, 2550005835, 2550005879, 2550005933, 2550005939, 2550005973, 2550005985, 2550006007, 2550006212, 2550006300, 2550006311, 2550006345, 2550006548, 2550006555, 2550006560, 2550006584, 2550006663, 2550006692, 2550006693, 2550006695, 2550006701, 2550006712, 2550006717, 2550006719, 2550006756, 2550006801, 2550006851, 2550006877, 2550007006, 2550007032, 2550007294, 2550007388, 2550007544, 2550007580, 2550007584, 2550007595, 2550007598, 2550007607, 2550007608, 2550007615, 2550007650, 2550007670, 2550007746, 2550007761, 2550007779, 2550007783, 2550007872, 2550007924, 2550007950, 2550007962, 2550007971, 2550007995, 2550007996, 2550008003, 2550008012, 2550010825, 8003322560, 8000492550, 8000512558, 8001062559

BONGAON-WEST BENGAL: 2752001839, 2752002413, 2752002499, 2752002516, 2752002537, 2752002547, 2752002630, 2752002640, 2752002715, 2752002718, 2752002737, 2752002754, 2752002756, 2752002772, 2752002853, 2752002869, 2752002876, 2752002915, 2752002916, 2752002919, 2752002936, 2752002940, 2752002943, 2752002944, 2752002955, 2752002962, 2752003005, 2752003014, 2752003020, 2752003037, 2752003059, 2752003061, 2752003078, 2752003081, 2752003083, 2752003105, 2752003114, 2752003115, 2752003118, 2752003147, 2752003213, 2752003280, 2752003319, 2752003325, 2752003332, 2752003376, 2752003378, 2752003387, 2752003412, 2752003629, 2752003606, 2752003702, 2752003734, 2752003781, 2752003830, 2752003833, 2752003836, 2752003878, 2752003883, 2752003981, 2752004052, 2752004072, 2752004099, 2752004207, 2752004249, 2752004269, 2752004367, 2752004193, 8003212752. **DUNLOP-B T ROAD:** 4091002962, 4091002979, 4091003134, 4091003145, 4091003214, 4091003293, 4091003296, 4091003300, 4091003319, 4091003329, 4091003334, 4091003350, 4091003352, 4091003364, 4091003368, 4091003369, 4091003387, 4091003390, 4091003451, 4091003476, 4091003487, 4091003501, 4091003514, 4091003521, 4091003537, 4091003573, 4091003736, 4091003788, 4091003822, 4091003871, 4091004003, 4091004009, 4091004026, 4091004046, 4091004127, 4091004139, 4091004155, 4091004184, 4091004186, 4091006187, 4091004219, 4091004277, 4091004285, 4091004287, 4091004291, 4091004311, 4091004313, 4091004338, 4091004358, 4091004360, 4091004367, 4091004397, 4091005614, 4091005568. **HABRA:** 4124992530, 4124992531, 4124992592, 4124992613, 4124992652, 4124992678, 4124992883, 4124992844, 4124992858, 4124992882, 4124992919, 4124992922, 4124992938, 4124992950, 4124992953, 4124992973, 4124993076, 4124993014, 4124993080, 4124993128, 4124993140, 4124993321, 4124993331, 4124993354, 4124993437, 4124993522, 4124993533, 4124993597, 4124993611, 4124993619, 4124993639, 4124993641, 4124993703, 4124993744, 4124993829, 4124993888, 4124993945, 4124994045, 4124994078, 4124994096, 4124994101, 4124994116, 4124994119, 4124994347, 4124994338, 4124994350, 4124994368, 4124994382, 4124994407, 4124994424, 4124994426, 4124994478, 4124994507, 4124994523, 4124994524, 4124994534, 4124994964, 4124994993, 4124995706, 4124995719, 4124996490, 4124996563, 4124996992, 8001094124, 8001554124, 8001514124. **KANCHARAPARA-WEST BENGAL:** 2940003998, 2940005167, 2940005226, 2940005234, 2940005252, 2940005267, 2940005334, 2940005335, 2940005346, 2940005399, 2940005425, 2940005484, 2940005493, 2940005516, 2940005544, 2940005554, 2940005576, 2940005577, 2940005589, 2940005601, 2940005621, 2940005650, 2940005662, 2940005736, 2940005738, 2940005755, 2940005793, 2940005885, 2940005886, 2940005889, 2940005891, 2940006013, 2940006024, 2940006563, 2940006892, 2940006108, 2940006139, 2940006173, 2940006175, 2940006178, 2940006180, 2940006182, 2940006189, 2940006203, 2940006269, 2940006284, 2940006293, 2940006337, 2940006359, 2940006382, 2940006403, 2940006502, 2940006526, 2940006548, 2940006585, 2940006609, 2940006619, 2940006620, 2940006626, 2940006810, 2940006867, 2940006981, 2940006999, 2940007027, 2940007028, 2940007044, 2940007121, 2940007139, 2940007150, 2940007174, 2940007250, 2940007258, 2940007292, 2940007294, 2940007431, 2940007433, 2940007485, 2940007487, 2940007496, 2940007504, 2940007505, 2940007509, 2940007571, 2940007581, 2940007591, 2940007652, 2940007657, 2940007658, 2940007668, 2940007736, 2940007787, 2940007878, 2940007931, 2940007934, 2940007935, 2940007945, 2940007957, 2940007961, 2940007978, 2940007981, 2940008008, 2940008013, 2940008029, 2940008051, 2940008059, 2940008062, 2940008063, 2940008079, 2940008098, 2940008100, 2940008113, 2940008114, 2940008126, 2940008130, 2940008152, 2940008161, 2940008174, 2940008188, 2940008203, 2940008207, 2940008227, 2940008229, 2940008256, 2940008259, 2940008273, 2940008284, 2940008309, 2940008312, 2940008327, 2940008331, 2940008386, 2940008451, 2940008531, 2940008557, 2940008562, 2940008581, 2940008610, 2940008612, 2940008613, 2940008670, 2940008673, 2940008676, 2940008694, 2940008709, 2940008736, 2940008747, 2940008809, 2940008883, 2940008886, 2940008903, 2940008919, 2940008928, 2940008929, 2940008972, 2940011718, 2940011757, 2940011905, 2940012014, 2940012049, 2940012171, 8000832940, 8001262940, 8001302940, 8001452940, 8001482940, 8001712940, 8001782940. **KANKSARA BAZAR:** 2612000156, 2612000707, 2612004804, 2612004847, 2612004916, 2612005071, 2612005073, 2612005074, 2612005116, 2612005153, 2612005172, 2612005193, 2612005204, 2612005238, 2612005284, 2612005308, 2612005469, 2612005540, 2612005549, 2612005590, 2612005599, 2612005603, 2612005609, 2612005659, 2612005692, 2612005743, 2612005753, 2612005765, 2612006179, 2612006784, 2612006790, 2612006815, 2612006849, 2612006853, 2612006856, 2612006864, 2612006896, 2612006913, 2612006920, 2612006926, 2612006999, 2612006610, 2612006632, 2612006635, 2612006700, 2612006744, 2612006824, 2612006843, 2612006847, 2612006859, 2612006873, 2612006877, 2612006884, 2612006918, 2612006925, 2612006927, 2612006930, 2612006931, 2612006934, 2612006573, 2612006584, 2612006585, 2612006587, 2612006610, 2612006612, 2612006635, 2612006651, 2612006657, 2612006713, 2612006800, 2612006844, 2612006846, 2612006848, 2612006849, 2612006850, 2612006851, 2612006853, 2612006865, 2612006894, 2612006918, 2612006925, 2612006966, 2612007003, 2612007020, 2612007049, 2612007062, 2612007153, 2612007200, 2612007226, 2612007229, 2612007230, 2612007231, 2612007253, 2612007289, 2612007290, 2612007365, 2612007504, 2612007526, 2612007527, 2612007543, 2612007551, 2612007572, 2612007672, 2612007713, 2612007723, 2612007752, 2612007801, 2612007816, 2612007835, 2612007841, 2612007873, 2612007878, 2613010324, 2613010344, 2613010352, 8000282612, 8000282612, 8000322612. **KHARDHA:** 2392003465, 2392003773, 2392003806, 2392003821, 2392003824, 2392003908, 2392003973, 2392004020, 2392004023, 2392004029, 2392004089, 2392004110, 2392004146, 2392004183, 2392004221, 2392004239, 2392004240, 2392004327, 2392004360, 2392004362, 2392004414, 2392004435, 2392004733, 2392005067, 2392005171, 2392005283, 2392005328, 2392005342, 2392005365, 2392005413, 2392005517, 2392005539, 2392005597, 2392005637, 2392005725, 2392005911, 2392005915, 2392005967, 2392006063, 2392006033, 2392006041, 2392006069, 2392006079, 2392006130, 2392006159, 2392006162, 2392006163, 2392006166, 2392006169, 2392006200, 2392006226, 2392006245, 2392006246, 2392006254, 2392007897, 2392007973, 2392008030, 2392008117, 2392008419, 2392008175, 8000222392

KOLKATA-GORA BAZAR: 2677006385, 2677006400, 2677006448, 2677006464, 2677006526, 2677006527, 2677006528, 2677006529, 2677006566, 2677006575, 2677006609, 2677006642, 2677006643, 2677006689, 2677006761, 2677006781, 2677006786, 2677006805, 2677006808, 2677006818, 2677006831, 2677006840, 2677006883, 2677006894, 2677006924, 2677006960, 2677006961, 2677006963, 2677006976, 2677007015, 2677007016, 2677007020, 2677007032, 2677007048, 2677007057, 2677007066, 2677007071, 2677007079, 2677007088, 2677007092, 2677007094, 2677007135, 2677007153, 2677007175, 2677007240, 2677007256, 2677007374, 2677007375, 2677007376, 2677007377, 2677007386, 2677007443, 2677007490, 2677007492, 2677007496, 2677007513, 2677007535, 2677007546, 2677007554, 2677007562, 2677007578, 2677007701, 2677007719, 2677007728, 2677007753, 2677007755, 2677007773, 2677007774, 2677007778, 2677007785, 2677007800, 2677007817, 2677007841, 2677007842, 2677007843, 2677007848, 2677007852, 2677007853, 2677007865, 2677007876, 2677007907, 2677007917, 2677007941, 2677007958, 2677007976, 2677007982, 2677008018, 2677008037, 2677008042, 2677008044, 2677008045, 2677008087, 2677008101, 2677008172, 2677008188, 2677008189, 2677008225, 2677008320, 2677008328, 2677008342, 2677008350, 2677008357, 2677008361, 2677008408, 2677008425, 2677008426, 2677008429, 2677008223, 2677009225, 2677009266, 2677010079, 2677010086, 2677010105, 2677010173, 2677010232, 2677010265, 2677010309, 8000382677, 8000832677, 8000962677, 8000782677, 8000822677. **LAKE TOWN-KOLKATA:** 2903005520, 2903005614, 2903005666, 2903005802, 2903005843, 2903005975, 2903009301, 2903006088, 2903006099, 2903006129, 2903006130, 2903006151, 2903006157, 2903006171, 2903006183, 2903006187, 2903006188, 2903006192, 2903006193, 2903006204, 2903006225, 2903006238, 2903006239, 2903006281, 2903006286, 2903006297, 2903006298, 2903006313, 2903006322, 2903006338, 2903006343, 2903006357, 2903006369, 2903006373, 2903006414, 2903006424, 2903006426, 2903006433, 2903006449, 2903006454, 2903006466, 2903006469, 2903006488, 2903006489, 2903006672, 2903006673, 2903006674, 2903006677, 2903006680, 2903006681, 2903006696, 2903006504, 2903006514, 2903006516, 2903006538, 2903006570, 2903006579, 2903006586, 2903006593, 2903006614, 2903006615, 2903006630, 2903006642, 2903006650, 2903006666, 2903006684, 2903006685, 2903006692, 2903006693, 2903006700, 2903006757, 2903006772, 2903006781, 2903006791, 2903006997, 2903007053, 2903007075, 2903007088, 2903007246, 2903007251, 2903007270, 2903007531, 2903007412, 2903007470, 2903007508, 2903007511, 2903007567, 2903007585, 2903007596, 2903007598, 2903007615, 2903007618, 2903007632, 2903007681, 2903007685, 2903007818, 2903007842, 2903007926, 2903008031, 2903006076, 2903008215, 2903008242, 2903006245, 2903006260, 2903006279, 2903008302, 2903008319, 2903008343, 2903008419, 2903008432, 2903008433, 2903008533, 2903008549, 2903008603, 2903008612, 2903008624, 2903009492, 2903010533, 2903010535, 2903010555, 2903010558, 2903010592, 2903010614, 2903010638, 2903010735, 2903010780, 8000292603, 8000662603, 8000742603, 8000882603, 8000902603. **MADHYAMGRAM:** 3992001230, 3992001337, 3992003802, 3992003822, 3992003837, 3992003940, 3992003991, 3992004070, 3992004088, 3992004107, 3992004182, 3992004206, 3992004225, 3992004228, 3992004232, 3992004284, 3992004291, 3992004303, 3992004304, 3992004318, 3992004326, 3992004341, 3992004343, 3992004396, 3992004407, 3992004421, 3992004444, 3992004466, 3992004478, 3992004488, 3992004510, 3992004546, 3992004567, 3992004583, 3992004585, 3992004587, 3992004589, 3992004618, 3992004619, 3992004625, 3992004626, 3992004639, 3992004699, 3992004731, 3992004745, 3992004759, 3992004812, 3992004987, 3992005034, 3992005080, 3992005094, 3992005213, 3992005277, 3992005286, 3992005288, 3992005298, 3992005349, 3992005375, 3992005379, 3992005399, 3992005455, 3992005456, 3992005462, 3992005508, 3992005527, 3992005553, 3992005558, 3992005590, 3992005614, 3992005640, 3992005641, 3992005643, 3992005696, 3992005736, 3992005742, 3992005788, 3992005794, 3992005819, 3992005828, 3992005861, 3992005870, 3992005889, 3992005897, 3992005900, 3992005905, 3992005914, 3992005945, 3992006002, 3992006035, 3992006054, 3992006059, 3992006067, 3992006077, 3992006080, 3992006101, 3992006116, 3992006167, 3992006199, 3992006200, 3992006203, 3992006205, 3992006207, 3992006223, 3992006225, 3992006228, 3992006230, 3992006234, 3992006307, 3992006334, 3992006812, 3992006868, 3992006873, 3992006875, 3992006877, 3992006899, 3992006207. **MASLANDAPUR:** 4170001671, 4170001704, 4170001755, 4170001806, 4170001813, 4170001816, 4170001844, 4170001873, 4170001878, 4170001880, 4170001886, 4170001899, 4170001903, 4170001912, 4170001924, 4170001932, 4170001933, 4170001946, 4170002027, 4170002029, 4170002032, 4170002038, 4170002137, 4170002139, 4170002140, 4170002160, 4170002167, 4170002218, 4170002222, 4170002233, 4170002253, 4170002259, 4170002267, 4170002291, 4170002414, 4170002463, 4170002552, 4170002570, 4170002576, 4170002591, 4170002599, 4170002606, 4170002624, 4170002625, 4170002697, 4170002702, 4170002709, 4170002715, 4170002760, 4170002807, 4170002812, 4170002825, 4170002843, 4170002867, 4170002875, 4170003020, 4170003027, 4170003089, 4170003091, 4170003098, 4170003105, 4170003109, 4170003137, 4170003161. **NAGER BAZAR:** 3981003996, 3981004068, 3981004083, 3981004110, 3981004139, 3981004171, 3981004189, 3981004191, 3981004204, 3981004229, 3981004233, 3981004247, 3981004258, 3981004280, 3981004289, 3981004290, 3981004361, 3981004362, 3981004394, 3981004396, 3981004433, 3981004455, 3981004479, 3981004481, 3981004529, 3981004543, 3981004544, 3981004606, 3981004659, 3981004660, 3981004962, 3981004995, 3981005026, 3981005092, 3981005097, 3981005099, 3981005138, 3981005144, 3981005152, 3981005184, 3981005185, 3981005232, 3981005241, 3981005345, 3981005369, 3981005414, 3981005455, 3981005495, 3981005522, 3981005574, 3981005588, 3981005603, 3981005638, 3981005650, 3981005651, 3981005656, 3981005693, 3981005694, 3981005695, 3981005696, 3981005714, 3981005715, 3981005736, 3981005737, 3981005763, 3981005774, 3981005841, 3981005892, 3981005893, 3981005913, 3981005914, 3981005915, 3981005916, 3981006070, 3981006083, 3981006094, 3981006095, 3981006386, 3981007645. **NAIHATI-WEST BENGAL:** 4167001940, 4167002083, 4167002106, 4167002112, 4167002215, 4167002226, 4167002277, 4167002599, 4167002310, 4167002332, 4167002438, 4167002578, 4167002830, 4167002847, 4167002851, 4167002852, 4167002903, 4167002913, 4167002964, 4167002982, 4167002995, 4167003035, 4167003059, 4167003098, 4167003099, 4167003104, 4167003255, 4167003280, 4167003297, 4167003324. **RAJARHAT:** 4158003789, 4158002790, 4158002801, 4158002823, 4158002856, 4158002865, 4158002900, 4158002907, 4158002917, 4158002938, 4158002940, 4158002959, 4158002988, 4158002993, 4158003024, 4158003062, 4158003063, 4158003107, 4158003116, 4158003142, 4158003148, 4158003153, 4158003165, 4158003183, 4158003188, 4158003193, 4158003195, 4158003196, 4158003199, 4158003201, 4158003244, 4158003248, 4158003255, 4158003279, 4158003285, 4158003338, 4158003368, 4158003382, 4158003390, 4158003394, 4158003401, 4158003459, 4158003469, 4158003487, 4158003495, 4158003504, 4158003526, 4158003541, 4158003542, 4158003550, 4158003561, 4158003562, 4158003564, 4158003574, 4158003588, 4158003590, 4158003594, 4158003596, 4158003597, 4158003618, 4158003625, 4158003632, 4158003633, 4158003634, 4158003640, 4158003646, 4158003647, 4158003669, 4158003685, 4158003694, 4158003698, 4158003701, 4158003705, 4158003715, 4158003716, 4158003735, 4158003739, 4158003740, 4158003741, 4158003762, 4158003769, 4158003771, 4158003823, 4158003839, 4158003842, 4158003943, 4158003846, 4158003856, 4158003893, 4158003896, 4158003902, 4158003904, 4158003913, 4158003914, 4158003916, 4158003917, 4158003931, 4158003943, 4158004000, 4158004013, 4158004014, 4158004015, 4158004079, 4158004107, 4158004109, 4158004110, 4158004111, 4158004153, 4158004174, 4158004175, 4158004182, 4158004183, 4158004196, 4158004224, 4158004238, 4158004247, 4158004257, 4158004702, 4158004704, 4158005366, 4158005394, 4158005398, 4158006433, 4158006469, 4158006169. **WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:** 3116006157, 3116006230, 3116006337, 3116006436, 3116006490, 3116006530, 3116006537, 3116006568, 3116006570, 3116006587, 3116006597, 3116006606, 3116006630, 3116006632, 3116006633, 3116006754, 3116006755, 3116006767, 3116006843, 3116006905, 3116006910, 3116006923, 3116006947, 3116006975, 3116007021, 3116007039, 3116007040, 3116007041, 3116007047, 3116007086, 3116007190, 3116007259, 3116007292, 3116007364, 3116007441, 3116007458, 3116007555, 3116007562, 3116007576, 3116007651, 3116007675, 3116007695, 3116007763, 3116007785, 3116007798, 3116007844, 3116007845, 3116007871, 3116007937, 3116007960, 3116007985, 3116008014, 3116008124, 3116008170, 3116008244, 3116008248, 3116008305, 3116008310, 3116008341, 3116008363, 3116008364, 3116008383, 3116008547, 3116008562, 3116008628, 3116008650, 3116008706, 3116008782, 3116008783, 3116008824, 3116008825, 3116008849, 3116008904, 3116008909, 3116008927, 3116008953, 3116008972, 3116009023, 3116009047, 3116009048, 3116009096, 3116009109, 3116009120, 3116009150, 3116009159, 3116009173, 3116009177, 3116009208, 3116009209, 3116009233, 3116009244, 3116009265, 3116009324, 3116009380, 3116009515, 3116009526, 3116009534, 3116009585, 3116009606, 3116009701, 3116009705, 3116009706, 3116009723, 3116009799, 3116009801, 3116009817, 3116009895, 3116009921, 3116009936, 3116009937, 3116009938, 3116009952, 3116009965, 3116010222, 3116010259, 3116010262, 3116010331, 3116010345, 3116010358, 3116010359, 3116010451, 3116010491, 3116010523, 3116010535, 3116010538, 3116010599, 3116010707, 3116010710, 3116010743, 3116010750, 3116010754, 3116010771, 3116010789, 3116010840, 3116010841, 3116010861, 3116010886, 3116010894, 3116010896, 3116010908, 3116010911, 3116010934, 3116010939, 3116010940, 3116010974, 3116010979, 3116010981, 3116011019, 3116011020, 3116014932, 3116014963, 3116015187, 3116015208, 3116015240, 3116015427.

নিলাম যথাযথ শাখা গুলিতে সম্পন্ন করা হবে |অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হন যে যদি কোন কারণে ওই দিনে নিলাম সম্পন্ন না হয় তাহলে 30.12.2026 at 10.00 am onwards at **NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - DUNLOP-B T ROAD:** GROUND FLOOR , 164 B T ROAD, HOLDING NO-795, WARD NO-2 BELOW PUNJUB NATIONAL BANK KOLKATA NORTH 24 PARGANAS. PIN: 700108. . এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে | যে ব্যক্তি নিলাম ডাকবে তাদের সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র প্যান কার্ড দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিলাম এ সফল ব্যক্তিকে আরটিজেএস এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে।

MUTHOOT FINCORP LTD

সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলা, নিখোঁজ ৭০ বছরের মৎস্যজীবী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ পেটের তাগিদে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার শিকার হলেন এক বৃদ্ধ মৎস্যজীবী। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমণে নিখোঁজ হয়ে গেলেন ৭০ বছরের প্রদীপ রায় ওরফে বাবু। তাঁর বাড়ি ঝড়খালির ৪ নম্বর আশ্রমপাড়া এলাকায়। গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় নেতিধোপানি সংলগ্ন জাহাজ ফোড়ন এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। বৃহস্পতিবারও বন দফতরের কর্মীরা জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়েও তাঁর দেহ উদ্ধার করতে পারেনন

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৮ সংখ্যা, শুক্রবার , ২৬ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

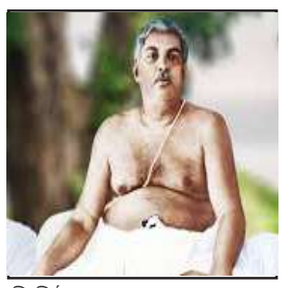
রাসবিহারী ঘোষ

আইনজীবী, সমাজকর্মী, জনহিতৈষী এবং মহান দাতা রাসবিহারী ঘোষ। বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন জগদ্বন্ধু ঘোষ। এফএ থেকে এমএ পর্যন্ত সকল সাধারণ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকারসহ শিক্ষাজীবনে তিনি বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৮৬৭ সালে স্বর্ণপদক সহ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্নহন। কিছুকাল বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে আইন পেশায় তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তি। স্যার আশুতোষ এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। আইন ব্যবসার দ্বারা তিনি বিস্ময়করভাবে ভাগ্যোন্নয়ন করেন এবং উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগই দরিদ্রসেবায় ও বৃত্তিদানে ব্যয় করেন। ১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্য দশ লক্ষ টাকার একটি সাহায্য প্রদান করেন। যাদবপুরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যও তিনি তেরো লাখ টাকা দান করেন। পরবর্তীকালে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এছাড়াও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। যুক্ত ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নরমপন্থী-চরমপন্থী বিভাজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার 'অপরাধে' সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত ছাত্রদের বিকল্প শিক্ষাদানের জন্য ১৯০৬-এ গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' । শুধু কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে চেয়ে তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বে তৈরি হল 'কারিগরী শিক্ষা প্রসার সমিতি'। ব্যারিস্টার সাহেব ওই দু'দলেরই সভাপতি রইলেন। দুই প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা ভাবে স্কুল-কলেজ খুলল কিন্তু নানা কারণে সেগুলি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল। পরে দুই প্রতিষ্ঠান এক করে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হল না। শেষমেশ টিকে রইল শুধু মাত্র বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। মৃত্যুর আগে উনি তাঁর প্রায় ষোল লক্ষ টাকা সম্পত্তি ওই কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান। সেই টাকাতেই ১৯২২-এ যাদবপুরে ৩৩ একর জায়গা কিনে ১৯২৪-এ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট 'কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' নাম নিয়ে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হল। ১৯৫৬ সালে সেটাই পরিণত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রগতিতে গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁর। ১৯০৭ সালে সুরাটে ও ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রণয়নে (১৯০৮) বিশেষ সাহায্য করেন। যোগ্যতা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Tagore Law Professorship (১৮৭৫-৭৬) ও সম্মানসূচক ডি.এল ডিগ্রি (১৮৮৪), বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যপদ (১৮৯১-৯৪, ১৯০৬-০৯) এবং ইংরেজ সরকারের নাইট (১৯১৫) উপাধি লাভ করেন। দক্ষিণ কলকাতার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ তাঁর নামে। ১৯২৯ সালে তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। রাস্তাটি গোড়ায় পরিচিত ছিল 'মেন সয়্যর রোড' বা বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ নামে।

জোড়াসাঁকোতে ভাইফোঁটা

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাইফোঁটা' অনুষ্ঠানের উষ্ণতা ও আন্তরিকতা খুবই পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর ভগিনীদের কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেওয়ার সুযোগ থেকে কখনও বঞ্চিত হতে চাইতেন না। সৌদামিনী, শরৎকুমারী, সুকুমারী, স্বর্ণকুমারীর ও বর্ণকুমারী দেবীরা নানা সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ প্রমুখ দাদা-দের ভাইফোঁটার দিন ফোঁটা দিতেন এবং সেই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন রবীন্দ্রনাথও। স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ-কে খুবই স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন ও তাঁর আদরের ভাই-কে ফোঁটা দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'গাথা' তাঁর আদরের ভাই 'রবি'কে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন - 'ছোট ভাই'টি আমার যতনের গাঁথা হার কাহারে পড়াব আর? স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পড়াই, যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়া ফেল না খুলে, দুরন্ত ভাইটি তুই, তাইতে ডরাই।' ১৯৩৯ সাল। ছোড়দি বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পনেরো ভাই-বোনের আর কেউ বেঁচে নেই তখন। সাধ থাকলেও বর্ণকুমারী দেবীর সে বারে ফোঁটা দেওয়া হয়নি ভাইকে। কেননা ভাইফোঁটার আগেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে ফিরে গিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। হতাশ বর্ণকুমারী লোক পাঠিয়ে চিঠিতেই আক্ষেপ জানিয়ে ভাইকে পাঠালেন ভাইয়ের পছন্দের সব জিনিসপত্র। তার সঙ্গে সঙ্গে আদরের ভাইটিকে নিষেধ করে দিলেন তিনি, প্রণামী পাঠাতে। বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি ঃ- ২৭ কার্তিক, সন ১৩৪৬। ভাইটি আমার, শুনলুম তুমি জোড়াসাঁকোয় এসেছ। সেইখানে গিয়ে ভাইফোঁটা দেবো ভেবেছিলুম, কিন্তু হলো না। বিকেলে লোক পাঠালুম জানতে। সে এসে বল্লে, তিনি সকালে চলে যাবেন। ধীরেন নামে একজন চেনা লোক পেলুম। তাকে দিয়ে সব আনিয়ে পাঠালুম কবির যা প্রিয় জিনিস তাই দিলুম। আমি বড়, তোমায় কিছু পাঠাতে হবে না। আশা করি তুমি ভাল আছ। ধানদুর্ব্বা ফুল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলাম কিন্তু দেখা হলো না এই দুঃখ। ইতি বর্ণ। ছোড়দির এই চিঠি ও উপহারে দারুণ খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সে কথা ছোড়দিকে জানিয়েওছিলেন চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিদিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি আভিজাত্য থাকতো সেটা কিন্তু কারোর অজানা নয়। আসলে জোড়াসাঁকো এক সময়ে বাংলার সংস্কৃতি জগতের প্রাণ কেন্দ্র ছিল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলেন, মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেবেন। সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই পরাজিত করতে পারে না। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে।

লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিবেদক

অনন্য সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ২ নভেম্বর, ১৯৩৫ সালে। তিনি লিখছেন 'দু'কোটি টাকা জমল নাএমন জাগতিক বিষাদ নেই আমার। কিন্তু আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাব? মহাবিশ্বের সঙ্গে আমার যোগটাই বা কী? এই প্রশ্ন তাড়া করে আমায়। দর্শনের কাছে গেলে দর্শন আরও গুলিয়ে দেয়। বিজ্ঞান তো গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে, তার কাছেও আমার অস্তিত্বের খবর নেই। কাম, মোহ, লোভ এই যে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এর প্রত্যেকটারই প্রয়োজন আছে। কিন্তু আজকের দিনে আর ভালবাসা নেই। ভালতে বাস কেউ করে না আর। অগভীর ভালবাসা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, পাত্র বদলে যাচ্ছে।' তার প্রথম গল্প 'জলতরঙ্গ' ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাত বছর পরে ঐ একই পত্রিকার পূজা বার্ষিকীতে 'ঘুণ পোকা' নামক তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য লেখা তার প্রথম উপন্যাস মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। ছোটদের জন্য লিখেছেনও প্রচুর। সম্মাননা পেয়েছেন অনেক - বিদ্যাসাগর পুরস্কার (শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য), আনন্দ পুরস্কার (১৯৭৩ ও ১৯৯০), বঙ্গবিভূষণ (২০১২), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (মানবজমিন উপন্যাসের জন্য), জীবনব্যাপী সাহিত্য সম্মান, ২০১৪ - পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড প্রদত্ত, প্রভৃতি।

টিভি এবং চলচ্চিত্র - তাঁর 'পাতালঘর গল্পটি সিনেমা হয়েছে। এ ছাড়া দূরবীন, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, বক্সার রতন, ঝিলের ধারে বাড়ি, নৃসিংহ রহস্য, ইত্যাদি কাহিনি নিয়ে টিভি সিরিয়াল হয়েছে । সম্প্রতি তাঁর উপন্যাস 'মানবজমিন' অবলম্বনে বাংলাদেশে নাটক তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়াও সিনেমা হয়েছে তাঁর শবর নামে গোয়েন্দা চরিত্রটি নিয়ে । তাঁর জন্ম ময়মনসিংহে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বিভিন্ন অংশে। তাঁর পিতা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। শীর্ষেন্দু কল কাতার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম চাকরি নেন স্কুল শিক্ষক হিসাবে। দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে।



ছোটদের জন্য লিখেছেন প্রচুর। যেমন-পাতালঘর, কুঞ্জপুকুরের কান্ড, দুধসায়রের দ্বীপ,পটাশগড়ের জঙ্গলে, ঝিলের ধারে বাড়ি, সোনার মেডেল, অদ্ভুতুড়ে, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, বিপিন বাবুর বিপদ, নৃসিংহ রহস্য, বক্সার রতন, গজাননের কৌটো, গোঁসাই বাগানের ভূত, গৌরের কবচ, চক্রপুরের চক্করে, নবাবগঞ্জের আগন্তুক , নবীগঞ্জের দৈত্য, পাগলা সাহেবের কবর. বনি, ভূতুরে ঘড়ি, ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ, হিরের আংটি, হেতমগড়ের গুপ্তধন, ঝিকরগাছার ঝঞ্ঝাট, সাধু বাবার লাঠি, হারানো কাকাতুয়া উঁহু, অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার, হাবু ভুঁইমালির পুতুল। পুরস্কার ঃ বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮৫)-শিশু সাহিত্যে অব দানের জন্য। আনন্দ পুরস্কার (১৯৭৩ ও ১৯৯০), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৮)-মানবজমিন উপন্যাসের জন্য।

একটি সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন- হাফ শার্ট আর লুঙ্গি পরে রোজ বাজার যান, আবার সাহিত্যের নিমন্ত্রণে যান আমেরিকায়। এই দুই ধারাকে মেলান কেমন করে?

উত্তর- মেলানোর দরকার পড়েনি কখনও। ছেলেবেলা থেকেই নিজের অস্তিত্বকে ঘিরে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা আমায় তাড়া করে বেড়ায়। সেই আবেশঘন বিষাদ আমার ওপর এমনই ভর করে আছে যে, আমি লিখি বা আমি বিখ্যাত লেখক এ সব মাথায় কখনওই আসে না।

প্রশ্ন- লেখক হিসেবে স্বীকৃতি, সম্মান, গোছানো সংসার এত কিছু পেয়েও এত বিষাদের মেঘ কেন?

উত্তর- দু'কোটি টাকা জমল নাএমন জাগতিক বিষাদ নেই আমার। কিন্তু আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাব? মহাবিশ্বের সঙ্গে আমার যোগটাই বা কী? এই প্রশ্ন তাড়া করে আমায়। দর্শনের কাছে গেলে দর্শন আরও গুলিয়ে দেয়। বিজ্ঞান তো গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে, তার কাছেও আমার অস্তিত্বের খবর নেই।

প্রশ্ন- সেই খবর জানতেই কি অধ্যাত্মবাদের রাস্তা নিয়েছিলেন?

উত্তর- ঠাকুরই আমার মেলাঙ্কলি দূর করেছিলেন। তাঁর কাছে গিয়েই আমার জীবনের যে পরিণতি, আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল তা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ওঁর পজিটিভ ফোর্সই আমার জীবনের সমস্ত পাওয়াকে আমার সামনে এনে দিয়েছে। প্রশ্ন- চলতি পথের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদ কেমন করে মেলে?

উত্তর- আত্মাকে অধিকার করে যা কিছু আছে, সেটাই তো আধ্যাত্মিকতা। নিজেকে জানাটাই আধ্যাত্মিকতা। লোকে এটা বুঝতে পারে না। ঠাকুর বলছেন সংসারে সন্ন্যাসী চাই।

প্রশ্ন- সংসারে সন্ন্যাসী হতে গিয়েই কি আপনি প্রেম, কাম, সম্পর্ক নিয়ে নীরব? উত্তর- তা কেন? কাম, মোহ, লোভ এই যে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এর প্রত্যেক টারই প্রয়োজন আছে। কিন্তু আজকের দিনে আর ভালবাসা নেই। প্রশ্ন- সে কী! এমন কেন মনে হচ্ছে? উত্তর- ভালতে বাস কেউ করে না আর। অগভীর ভালবাসা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, পাত্র বদলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন- ভালবাসা তো অনেকই হবে। একজনকেই কি শুধু ভালবাসা যায়?

উত্তর- আরণ্যক জীবনে বিবাহ ছিল না। কিন্তু নিরাপত্তার জন্যই সংসারের বাঁধন। সংসার ঘিরে আমরা যা সৃষ্টি করছি সেটাই তো ভালবাসা। আমি বাড়ি ফিরে যদি দেখি আমার স্ত্রী পালিয়ে গেছে, অন্য কাউকে বিয়ে করার জন্য, তখন প্রথমেই তো আমার বিশ্বাসটা চলে যায়। এখন অহং-এর লড়াই। নারী-পুরুষ কেউ কারওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে না। এখন স্বামীরা অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীর কাছে নাকি এক গ্লাস জল চাইতেও পারে না। প্রশ্ন- আপনার এই ধারণা একটু সেকেলে নয়? 'গয়নার বাক্স'তে সোমলতা তার স্বামীকে বলছে 'আপনি অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে সেটা আমাকে জানিয়ে করুন।' এটা আপনার গল্পে কোনও পুরুষ চরিত্রকে দিয়ে আপনি বলাতে পারবেন? উত্তর- অবশ্যই পারব। এখানে আনুগত্যের কথা বলতে চাইছি আমি। আনুগত্য মানে কিন্তু পরাধীনতা নয়, বিশ্বস্ততা। সম্পর্কের ভেতর কোনও আবছায়া রাখতে চাই না। যৌবনে মানুষ যাই করুক তার পরের যে মোহনামুখী জীবন, সেখানে মানুষ ভাবতে বসে কী পেলাম আর কী পেলাম না। সেখানে বিশ্বস্ততা না থাকলে, আশ্রয় না থাকলে মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে? প্রশ্ন- নারীর পূর্ণতা মানে কি মাতৃত্ব? উত্তর- একটি মেয়ে ভাবতেই পারে সে মা হবে না। কিন্তু প্রকৃতি কি সেটা ভাবে? সমস্যাটা সেইখানেই। জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই 'পাখির নীড়ের' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। নীড় তো আশ্রয়েরই প্রতীক। প্রশ্ন- 'অসুখের পর' উপন্যাসে আপনি নায়কের দুই বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আপনি কি বহুবিবাহ সমর্থন করেন? উত্তর- মানুষ মাত্রেই বহুগামী। আগেকার দিনে সেরকম বাপের বেটা ছিল বলেই অনেকগুলো বিয়ে করত। এখন লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষ বিয়ে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসংস্কারক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। ১৮৭৬ সালে তিনি সর্ব ভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতীয় সংঘ বা দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সাল হতে তিনি বেঙ্গলী শিরোনামে একটি কাগজ সম্পাদনা করতেন এবং নির্ভিক ও ঔৎসুক চিত্তে জাতীয় সংস্কৃতি, একতা, স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। ১৮৭৬-১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য হিসেবে ছিলেন। তার সুদক্ষ ও সুচারু নেতৃত্বের ফলে ভারতীয় সংঘ অল্প সময়েই পরিস্ফুটিত হয়। ১৮৮৩ সাল থেকে ভারতের সকল এলাকা থেকে



আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিতভাবে বার্ষিক সভা পরিচালনা করতেন তিনি। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যও ভারতীয় সংঘের সাথে মিল থাকায় ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২য় অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতীয় সংঘকে কংগ্রেসের সাথে একীভূত করেন। তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে দুইবার - ১৮৯৫ এবং ১৯০৭ সালে এর সভাপতিত্ব করেন।

১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। অধিকন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। পরবর্তীতে তিনি মতানৈক্যজনিত কারণে ১৯১৮ সালে কংগ্রেস থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। এরপর তিনি মধ্যপন্থী হিসেবে হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষকে একীকরণের জন্য উদ্যোগী হন। ১৯২১ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন এবং বাংলায় তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দেশের সেবায় মনোনিবেশ ঘটান।

সমাজ সংস্কাবে শিক্ষক হিসেবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছাত্রদেরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত তথা উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। একই সাথে তিনি ভারতীয়দের একতাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। উনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত সমাজ-ধর্ম বিষয়ক পুণর্জাগরণের আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সমাজ পুণর্গঠনের অংশ হিসেবে বিশেষ করে বিধবা বিবাহ, মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়ান।

জন্ম ঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এ দলটিকে নিয়ে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁকে রাষ্ট্রগুরু সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। পারিবারিক জীবনঃ ১৮৪৮ সালের ৩০ নভেম্বর কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঐ যুগের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূচনা ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইংল্যান্ডে চলে যান এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর ১৮৭১ সালে তিনি সিভিল সার্ভিসের কর্মজীবনে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রবেশ করেন। তিনি তার নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে চালাতে পারেননি ও অগ্রসর হতে চান না - এ অজুহাতে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। জাতীয় নেতৃত্বে জোড়ালোভাবে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে তিনি পুণরায় ইংল্যান্ডে গমন করেন। তিনি ছিলেন একজন স্বভাবজাত লেখক এবং বাগ্মী হিসেবেও তিনি ছিলেন তদ্রুপ। জুন, ১৮৭৫ সালে মাতৃভূমি ভারতে ফিরে আসেন এবং শিক্ষকতার মহান পেশায় নিজেকে মনোনিবেশ ঘটান। ইংরেজীর প্রফেসর হিসেবে প্রথমে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন এবং পরে ফ্রী চার্চ কলেজে নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষে রিপন কলেজে যোগ দেন। পরবর্তীকালে এই রিপন কলেজই তার নামে নামকরণ করা হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হিসেবে।

ইংরেজি বাংলা অভিধান রচনায় রামকমল সেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা শুরুতে স্থানীয় বাঙালিদের সাথে ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন চালাতেন। কিছুকাল পর, একজন বাঙালি ব্যক্তি সামান্য ইংরেজি শিখে তাদের দোভাষী হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। এই দোভাষী শ্রেণির মাধ্যমেই দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার এই অসম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৭৭৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপরই বাঙালিরা ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করতে শুরু করেন।

রামকমল সেনের মধ্যে প্রাচীন বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর অভিধানের মূল্যবান ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজি ভাষার অন্যতম প্রথম শিক্ষক ছিলেন রামরাম মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ। রামরামের প্রধান শিষ্য ছিলেন রামনারায়ণ মিশ্র, যিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইন জীবীর সহকারী (কেরানি) হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যেখানে অনেক বাঙালি যুবক ইংরেজি শিখতেন। তাদের কাছ থেকে তিনি মাসিক ৪ থেকে ১৬ টাকা পর্যন্ত ফি নিতেন। এর আগে আনন্দীরাম দাস নামে এক ব্যক্তির কাছে শব্দের একটি সংগ্রহ ছিল, যা তখন ইংরেজি জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য হতো। অনেক বাঙালি যুবক তাঁর কাছে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করতেন, যাতে তাঁর সংগ্রহ থেকে কিছু শব্দ শিখতে পারেন। এই ধর্মপ্রাণ ও পরোপকারী ব্যক্তিটি প্রতিদিন তাদের শেখার জন্য পাঁচটি বা ছয়টি করে নতুন শব্দ দিতেন। রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু এবং আরও কয়েকজন একইভাবে ইংরেজি শেখাতেন। অল্পকালের মধ্যেই ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত এবং আরও কয়েকজন 'বিখ্যাত ইংরেজি পণ্ডিত' হয়ে ওঠেন। এছাড়া ফ্রাঙ্কো (যিনি 'পঞ্চিকো' নামে পরিচিত ছিলেন);একজন পর্তুগিজ;এবং আরাতুন পিট্রুস নামে একজন আর্মেনীয়ও উল্লেখযোগ্য ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। বাঙালি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় যে সীমিত দক্ষতা ছিল, তা বোঝা যায় টমাস ডাইচের 'স্পেলিং-বুক' (বানান শিক্ষা বিষয়ক বই) এবং 'স্কুলমাস্টারস অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর মতো বইগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে। ১৮০১ সালে মিলার একটি ফোলিও আকারের বই প্রকাশ করেন, যাতে বর্ণমালা,



ব্যাকরণের কিছু প্রাথমিক নিয়ম এবং কয়েকটি গল্প ছিল। এই বইটির ৪০০০ কপি গ্রাহক সংগ্রহ করে ছিলেন, যার প্রতিটি কপির মূল্য ছিল ৩ রুপি; অর্থাৎ মোট প্রায় ১৫,০০০ পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছিল। এটি ইংরেজি শেখার প্রতি কলকাতার মানুষের অসাধারণ আগ্রহের পরিচয় দেয়। এই সময়েই রামকমল ইংরেজি অধ্যয়ন করেন।

তখন কোনো অভিধান বা ব্যাকরণ ছিল না। একটি ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যন্ত জরুরি। ফোরস্টারের প্রকাশিত শব্দ তালিকাটি (ভোকাবুলারি) ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে। গড়পড়তা বাংলাভাষী ছাত্রের জন্য প্রকাশনার দাম অনেক বেশি ছিল।

ফর্স্টার তার অভিধানটি ছাপেন দুটি কোয়ার্টো খণ্ডে, একটি ইংরেজিতে, অন্যটি ইংরেজি এবং বাংলায়। এটি ছিল এই ধরনের প্রথম প্রকাশনা। যদিও এর অনেক গুণ ছিল। বিশেষ করে প্রথম সংকলন হিসেবে, অভিধানটি সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিল না। রামকমল সেন তার স্কুল জীবন থেকেই গভীরভাবে অনুভব করতেন যে বিদেশী ভাষার জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপায়ের প্রয়োজন আছে, যার মধ্যে একটি অভিধান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল প্রথম প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং এটিকে জ্ঞানের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি হাতে পেলে একজন ছাত্র অন্যান্য সহায়ক উপকরণের উপর অনে কাংশে নির্ভরশীল ছিল।

যখন হিন্দু কলেজ এবং কলকাতা স্কুল বুক বাংলার যুবকদের শিক্ষার জন্য যখন সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন একটি ইংরেজি-বাংলা অভিধানের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং এটি প্রস্তুত করার কাজটি অপরিহার্য বলে মনে হয়ে

ছট পুজোর প্রাক্কালে জমজমাট আখের বাজার!

নসরতপুরের ‘পপি আখ বাজার’ থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি ভিন রাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে আখ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১২ নভেম্বর ঃ ছট পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজে জমজমাট হয়ে উঠেছে আখের বাজার। সকাল থেকেই পাইকারি বাজারে আখের গাড়ি নিয়ে হাজির হচ্ছেন চাষিরা। অন্যদিকে,



আখ কেনার জন্য ভিড় জমাচ্ছেন পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীরা। চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাজারে চলছে কেনাবেচার ব্যস্ততা। শুধু পূর্ব বর্ধমান বা আশপাশের এলাকায় নয়, এখান থেকে আখ পাড়ি দিচ্ছে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনকি ভিন রাজ্যেও পাঠানো হচ্ছে এই আখ। নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নসরতপুর পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কালনা- কাটোয়া STKK সড়কের পাশে অবস্থিত ‘পপি আখ বাজার’ বর্তমানে আখের পাইকারি কেনাবেচার অন্যতম ব্যস্ত কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ছট পুজোর প্রাক্কালে এই বাজারে সকাল থেকেই চোখে পড়ছে ব্যাপক কর্মব্যস্ততা। দূরদূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত আখ নিয়ে বাজারে আসছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীরাও গাড়ি নিয়ে হাজির হচ্ছেন আখ সংগ্রহ করতে। ছট পুজোয় আখের বিশেষ ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত গুরুত্ব রয়েছে। পুজোর উপকরণ হিসেবে আখ ব্যবহার করা হয়। সেই কারণেই ছট পুজোর আগে প্রতি বছরই আখের চাহিদা বেড়ে যায়। আর এই বাড়তি চাহিদাকে কেন্দ্র করেই জমে উঠেছে নসরতপুরের এই পাইকারি বাজার। বাজার সূত্রে জানা গেছে, এখান থেকে সংগৃহীত আখ কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে। পাশাপাশি ভিন রাজ্যের ব্যবসায়ীরাও এই বাজার থেকে আখ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত আখের জন্য মিলছে বড় বাজার। চাষিদের পাশাপাশি পরিবহণ ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে। ছট পুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে বাজারের ব্যস্ততা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে আখ কেনাবেচা ও গাড়িতে বোঝাই করার কাজ। সব মিলিয়ে ছট পুজোর প্রাক্কালে নসরতপুরের ‘পপি আখ বাজার’ ঘিরে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ, আর সেই সঙ্গে জমে উঠেছে আখের বাণিজ্য।



শ্যামা পূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হলো জগৎবল্লভপুরে'র মাজু পল্লীশ্রী পুজোয়। দরিদ্র, দুঃস্থ ব্যক্তিদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। মাজু পল্লীশ্রী' র পক্ষ থেকে প্রদ্যুৎ সাধুখাঁ জানালেন, ৫৪ তম বর্ষে পুজোর দিনগুলিতে জগৎবল্লভপুরে'র বিভিন্ন এলাকার এলাকা থেকে প্রচুর দর্শনার্থী এসেছিল। - সোমনাথ চক্রবর্তী,হাওড়া

হেমন্তে জগদ্ধাত্রী আরাধনা বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরায় বিশেষ স্থান

রতন দে, বালুরঘাট, ১২ নভেম্বর ঃ শারদীয় দুর্গোৎসব ও কালীপুজোর পর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ হিসেবে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা প্রচলিত। এই পুজোকে কেন্দ্র করে নদীয়ার কৃষ্ণনগর এবং হুগলির চন্দননগরে গড়ে উঠেছে পৃথক ঐতিহ্য। পারিবারিক পুজো থেকে সর্বজনীন আয়োজন-বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করেছে এই উৎসব। কলকাতার দৃক পঞ্জিকা অনুযায়ী ২০২৬ সালে নবমী তিথি শুরু হচ্ছে ১৮ নভেম্বর সকাল ৬ টা ৪ মিনিটে এবং শেষ হচ্ছে ১৯ নভেম্বর সকাল ৭টা ৫ মিনিটে। ওই পঞ্জিকায় কলকাতার জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন হিসেবে ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় পঞ্জিকা ও রীতি অনুযায়ী পুজোর দিন নির্ধারণে পার্থক্য হতে পারে। জগদ্ধাত্রী শব্দের অর্থ যিনি জগকে ধারণ করেন বা পালন করেন। শাক্তধর্মীয় বিশ্বাসে দেবীকে আদ্যাশক্তির একটি রূপ হিসেবে দেখা হয়। প্রচলিত মূর্তিকল্পনায় তিনি চতুর্ভুজা ও সিংহবাহিনী। চার হাতে থাকে শঙ্খ চক্র ধনুক ও বাণ। সিংহের পায়ের নীচে থাকে হস্তীরূপী অসুর করীন্দ্রাসুর। ধর্মীয় ব্যাখ্যায় হাতিটি অহংকারের প্রতীক। এই মূর্তিকল্পনার মধ্য দিয়ে অহংকার দমন ও শুভশক্তির প্রতিষ্ঠার ভাবনা প্রকাশ পায়। জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাসে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নদীয়া জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী অষ্টাদশ শতকে তাঁর আমলে কৃষ্ণনগরে এই পুজোর প্রচলন ও প্রসার ঘটে। তাঁকে ঘিরে স্বপ্নাদেশের একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত রয়েছে। সেই কাহিনি অনুযায়ী দুর্গাপুজোর সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেন। তবে এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠিত নয়। বাংলার কয়েকটি প্রাচীন তন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের আগেই জগদ্ধাত্রী আরাধনার বিধানের উল্লেখ রয়েছে। ফলে তাঁর নাম পুজোর প্রসার ও জনপ্রিয়তার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাঁকে একমাত্র প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির পারিবারিক পুজোর পাশাপাশি হুগলির চন্দননগরের সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোও পরিচিত। সাধারণত শুক্লপক্ষের সপ্তমী থেকে চার দিন ধরে চলে এখানকার উৎসব। প্রতিমা শোলার কাজ ডাকের সাজ মণ্ডপ এবং বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা এই পুজোর উল্লেখযোগ্য দিক। চন্দননগরের আলোকশিল্পীরা আলোর মাধ্যমে সামাজিক ঘটনা ঐতিহাসিক দৃশ্য ও সমসাময়িক বিষয় তুলে ধরেন। প্রতিমা নির্মাণ ও মণ্ডপসজ্জার কাজে স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের অংশগ্রহণ থাকে। বিসর্জনের শোভাযাত্রাও উৎসবের একটি অংশ। বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতেও জগদ্ধাত্রী পুজোর একটি পারিবারিক পরম্পরা রয়েছে। শ্রী শ্রী মা সারদাদেবীর পিত্রালয়ে তাঁর মা শ্যামাসুন্দরী দেবীর উদ্যোগে এই পুজোর সূচনা হয় বলে জীবনীমূলক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।



পরবর্তী সময়ে সারদাদেবী পুজোটি নিয়মিত চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে প্রতি বছর এই পুজোর আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জগদ্ধাত্রী পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাংলার প্রতিমা নির্মাণ মৃৎশিল্প শোলাশিল্প ও আলোকসজ্জার কাজ। কৃষ্ণনগরের পারিবারিক পুজো চন্দননগরের সর্বজনীন উৎসব এবং জয়রামবাটির মন্দিরকেন্দ্রিক আয়োজন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে নিজস্ব রীতি ও পরম্পরা। এই বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়েই বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসরে জগদ্ধাত্রী পুজো একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করেছে।

আবার স্বমহিমায় ‘রবিনহুড’ অধীর! কালীপুজোয় হরিদাস মাটিতে হাতে লাঠি তুলে নিলেন প্রাক্তন সাংসদ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ নভেম্বর ঃ আবার একবার স্বমহিমায় দেখা গেল বহরমপুরে এককালে রবিনহুড নামে পরিচিত প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। আজও বহরমপুরের অলিতে-গলিতে কান পাতলে শোনা যায়, কোনও এক সময় বহরমপুর শহরে কোনও মহিলা বিপদে পড়লে লাঠি হাতে রবিনহুডের মতো আবির্ভাব হতো অধীর চৌধুরীর। গুন্ডাদের ত্রাস হিসেবে পরিচিত সেই অধীর চৌধুরীর হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলেও তিনি ভুলে যাননি নিজের দক্ষতাকে। তাই কালীপুজো উপলক্ষ্যে বহরমপুরের হরিদাস মাটিতে ধরা পড়ল অধীর চৌধুরীর সেই পুরনো রূপ। উৎসবের আমেজে গোয়ালাদের ঐতিহ্যপূর্ণ গো'পুজো ও লাঠি খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। সূত্রের খবর, বহরমপুরের গোয়ালা সম্প্রদায়ের মধ্যে কালীপুজোর সময় গো'পুজো ও পুরাতন প্রথা মেনে লাঠি খেলার এক বিশেষ ঐতিহ্য আজও বর্তমান। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা সেই সাংস্কৃতিক সংস্কৃতি ও প্রথাকে মর্যাদা জানাতেই হরিদাস মাটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন অধীর চৌধুরী। তবে দর্শক হিসেবে নয়, পুরনো মেজাজে তিনি আবারও হাতে তুলে নেন লাঠি এবং মেতে ওঠেন লাঠি খেলায় স্থানীয়দের সঙ্গে। প্রাক্তন সাংসদকে এইভাবে খোশ মেজাজে লাঠি খেলতে দেখে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ে হরিদাসমাটিতে। এই খেলা দেখতে আসা সমস্ত দর্শকদের মধ্যেই অধীর চৌধুরীর এই লাঠি খেলা দেখার বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। স্থানীয়দের কথায়, অধীর চৌধুরী শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি বহরমপুরের মাটির মানুষ। ছোটবেলা থেকেই লাঠি খেলার সঙ্গে তাঁর যোগ। একসময় এই লাঠিই ছিল তাঁর পরিচয়। বহরমপুরের মানুষ তাঁকে চিনতেন ‘লাঠিয়াল অধীর’ হিসেবে। পরে তিনি রাজনীতিতে আসেন, সাংসদ হন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হন। কিন্তু লাঠির প্রতি তাঁর টান আজও কমেনি। সম্প্রতি হরিদাস মাটিতে সেই ছবিই আবার দেখা গেল। প্যান্ট- শার্ট পরে মাঠে নামলেন অধীরবাবু । প্রথমে



সকলের সঙ্গে কথা বললেন, গো'পুজো দেখলেন। তারপরই হাতে তুলে নিলেন লাঠি। শুরু হলো লাঠির প্যাঁচ। এক প্রবীনের সঙ্গে একের পর এক কসরত দেখাতে থাকলেন তিনি। তাঁর লাঠির ঘোর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন উপস্থিত দর্শকরা। অনেকেই মোবাইলে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলেন। কেউ কেউ বললেন, এই তো আমাদের অধীরদা। বয়স বেড়েছে, কিন্তু লাঠির হাত এখনও আগের মতোই।

উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্প, কম্পন অনুভূত দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১২ নভেম্বর ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় ৪টে ৩০ মিনিট নাগাদ দার্জিলিং পাহাড়-সহ সমতলের শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে এই কম্পন অনুভূত হয়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষজন প্রাণভয়ে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে খোলা জায়গায় ও রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। তবে স্বস্তির বিষয়, দার্জিলিং জেলা বা উত্তরবঙ্গের কোথাও থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি কিংবা বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। আবহাওয়া দফতর ও ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) সূত্রে জানা গেছে, এই ভূমিকম্পের উপত্তিস্থল ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে। ভূপৃষ্ঠের বেশ কিছুটা গভীরে কম্পনের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তার প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক এবং শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দারা কয়েক সেকেন্ড ধরে কম্পন টের পান।

উদ্ধার ৩৫টি গবাদি পশু, গ্রেফতার ১

কাঠুয়া, ১২ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় পুলিশের তপরতায় গ্রেফতার এক পশু পাচারকারী, উদ্ধার ৩৫টি গবাদি পশু। বৃহস্পতিবার লখনপুর টোল প্লাজা এবং হাটলি মোড় এলাকায় পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে মোট ৩৫টি গবাদি পশু। এর পাশাপাশি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে পাচারকাজে ব্যবহৃত দুটি ট্রাক ।

Office of the SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT
NARIKELBARI, SOMPARA, MURSHIDABAD
(under Beldanga-II Development Block)
NOTICE INVITING e-TENDER
No: 01/Sompara-I GP/2026-27

On behalf of the Sompara-I Gram Panchayat, the Executive Assistant, Sompara-I Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 17(Seventeen) Nos. different works. Last date of submission of Bid Online up to 17:00 Hrs. on 14-11-2026. Date of Opening of Tender on 17-11-2026 at 14.00 Hrs. for other details visit website- **https://tenders.wb.gov.in** or Sompara-I G.P.

Sd/- Executive Assistant
Sompara-I Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_5085584_1, SPPLA/NIT12/ 2026-27 DATED-10/11/2026

WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT/ARTICLES FOR 26 POLICE STATIONS UNDER THE SUPERINTENDENT OF POLICE, PURULIA.
BID CLOSING DATE: 27/11/2026
FOR MORE DETAILS LOG ON TO: **http://tenders.wb.gov.in**

SUPERINTENDENT OF POLICE
PURULIA
Memo no 88/ADV/ICA/PURU Date - 12.11.26

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_5085583_1, SPPLA/NIT 11/ 2026-27 DATED-10/11/2026

WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT/ ARTICLES FOR DISTRICT POLICE HEAD QUARTER.
BID CLOSING DATE: 27/11/2026
FOR MORE DETAILS LOG ON TO: **http:// tenders.wb.gov.in**

SUPERINTENDENT OF POLICE
PURULIA
Memo no 87/ADV/ICA/PURU Date - 12.11.26

OMNI HOLDINGS LIMITED

নিবন্ধিত কার্যালয় : ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L51100WB1979PLC032376
ফোন: ২২৩০৯০৯৫, **ই-মেল:** omnikol1979@gmail.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত মৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

টাকা লক্ষে (ইপিএস ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			চলতি বছর, আজ পর্যন্ত		সমাপ্ত বছর
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট আয়	০					
২.	কর-পূর্ব সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহের পূর্বে)	১.০৩৩১৮	৩.৪৮৭৯৮	০.৮৫১৭৮	১.৮৮৪৯৬	৩.৪৫২৯৯	৩.৮৭৬৪৯
৩.	কর-পূর্ব সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহের পরে)	১.০৩৩১৮	৩.৪৮৭৯৮	০.৮৫১৭৮	১.৮৮৪৯৬	৩.৪৫২৯৯	৩.৮৭৬৪৯
৪.	কর-পরবর্তী সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহের পরে)	১.০৩৩১৮	৩.৪৮৭৯৮	০.৮৫১৭৮	১.৮৮৪৯৬	৩.৪৫২৯৯	৩.৮৭৬৪৯
৫.	সময়কালের মোট বিস্তৃত আয় [কর-পরবর্তী মুনাফা / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর-পরবর্তী) সহ]	৩২৩.৬৮৪৯৯	১৯৬.৮২২৭৪	৯৬৩.২৪৮৩২	১২৮৫.৯০০১৩	২৪৮.২৭০১০	২৩৬.৫৪০৭২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৭.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত সংরক্ষিত তহবিল (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত তহবিল বাদে)						
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলমান ও বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
১.	মৌলিক:	০.৪৩	১.৪৫	০.৩৫	০.৭৯	১.৪৪	১.৩৬
২.	লঘুকৃত:	০.৪৩	১.৪৫	০.৩৫	০.৭৯	১.৪৪	১.৩৬

দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত বিবরণী সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের সারসংক্ষেপ। বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ও এই সারসংক্ষেপ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক তাদের নিজ নিজ সভায় ১২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
স্বা/- (অরুণ কুমার লোহিয়া)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন: ০০৬১৩১১৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.১১.২০২৬

এল এম জে সার্ভিসেস লিমিটেড

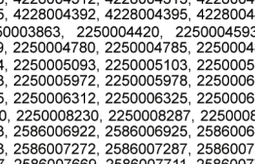
নিবন্ধিত কার্যালয়: 15B, হেমন্ত বসু সরণি, চতুর্থ তল, টেলিফোন ভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, 700001
ইমেল: admin@lmjgroup.in; সিআইএন: L93000WB1983PLC035807

30 সেপ্টেম্বর 2026 সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

পরিমাণ লক্ষ টাকায়

ক্র. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.09.2026 অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2026 অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.09.2025 নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী সময়ের বছর-থেকে-তারিখ পরিসংখ্যান সমাপ্ত 30.09.2025 নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী সময়ের বছর-থেকে-তারিখ পরিসংখ্যান সমাপ্ত 30.09.2026 অনিরীক্ষিত	বছর সমাপ্ত 31.03.2026 নিরীক্ষিত
1	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	19193.23	17079.84	13,003.89	25,089.94	36,273.07	59,431.39
2	সময়কালের নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ)	225.61	176.64	167.00	281.93	402.25	645.03
3	সময়কালের করপূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে)	225.61	176.64	167.00	281.93	402.25	645.03
4	সময়কালের করোত্তর নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে)	174.26	125.64	131.00	211.93	299.90	541.62
5	সময়কালের মোট বিস্তৃত আয় [সময়কালের মুনাফা/(ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) সমন্বয়ে গঠিত]	174.26	125.64	131.00	211.93	299.90	541.62
6	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (অভিহিত মূল্য প্রতিটি 10/- টাকা)	159.2	159.2	159.2	159.2	159.2	159.2
7	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি 10/- টাকার) মৌলিক ও মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	10.95	7.89	8.23	13.31	18.84	34.02

দ্রষ্টব্য: 1) উপরোক্ত বিবরণীটি 30 সেপ্টেম্বর 2026 সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের বিস্তারিত ফলাফলের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, 2015-এর রেগুলেশন 33 অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।



পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
এল এম জে সার্ভিসেস লিমিটেডের পক্ষে
(স্বাঃ/-)
সারং জৈন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : 06812172

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 12.11.2026

সাহার্যের জন্যে মানব শক্তির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি-৭৬-২০২৬ তারিখঃ ১০-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/আগরতলা অধিক্ষেত্রের অধীনে ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এসএসই/পি.ওয়ে/আমবাসা এবং জিরাণিয়া খণ্ডে পেট্রোলিঙের সাহার্যের জন্যে মানবশক্তির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৪০,৮৯,৫৯০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৮১,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৮-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং, শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনের আওতাধীন স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

রঙিয়া ডিভিশনের আওতাধীন স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলির (জিএমইউ এবং এসএমইউ) ক্যাটালগের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সিএটিজি-আরএনওয়াই-৬২। একক হার:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরু হওয়ার তারিখ ও সময় (সমস্ত লট):** ২৫-১১-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়।

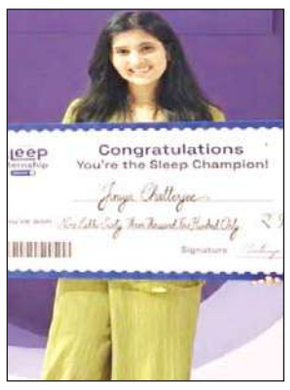
ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এমএনডিপি-জিএমইউ-৬০৮-২৬-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ই' শ্রেণির মেন্দীপাথার রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের জেনারেল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এএ/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এমএনডিপি-জিএমইউ-৬০৭-২৬-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ই' শ্রেণির মেন্দিপাথার রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের জেনারেল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এএ/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-জিএমইউ-৫৫৩-২৪-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ডি' শ্রেণির গোয়ালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে জিএমইউ -এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এএ/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনএমএম-জিএমইউ-৪৭৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ডি' শ্রেণির নিউ মিসামারি স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের জেনারেল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এএ/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-জিএমইউ-৪১৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ডি' শ্রেণির টিহু রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এবি/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এমএনডিপি-এসএমইউ-৬০৯-২৬-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ই' শ্রেণির মেন্দীপাথার রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের স্পেশাল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এবি/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনবিকিউওয়াই-এসএমইউ-৬১২-২৬-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য নিউ বঙাইগাঁও ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল চত্বরে ওবিসি -দের জন্য সংরক্ষিত স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) -এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা (চা স্টল) প্রদান।
এবি/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-বিআইজেড-এসএমইউ-১২১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ই' শ্রেণির বাইহাটা রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসএমইউ১ -এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এবি/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-সিজিএস-এসএমইউ-১৪৮-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ই' শ্রেণির চাংসারি রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসএমইউর -এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এবি/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ডিডিএনআই-এসএমইউ-১৫৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য 'ই' শ্রেণির দুধনৈ রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসএমইউ -এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।
এবি/৬	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইচআরএসএন-এসএমইউ-৬১৪-২৬-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণির হারিশিঙ্গা স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় স্পেশাল মাইনর ইউনিটে (ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত) ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান।

অফবিট

দু'মাসের স্লিপ ইন্টার্নশিপ' থেকে তরুণীর পকেটে প্রায় ১০ লাখ

জি. দাস

কাজের চাপ, দৌড়ঝাঁপ, প্রতিযোগিতার বাজারে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর সময় কোথায়! অথচ সেই ঘুমিয়েই যদি লাখ লাখ টাকা রোজগার করা যায়? শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই ঘটেছে মুম্বইয়ের জিনিয়া চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দু'মাসের একটি বিশেষ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ঘুমের উপর ভরসা করেই জিতে নিলেন ৯.৬ লক্ষ টাকা। সঙ্গে রয়েছে স্পনসর করা ছুটি কাটানোর সুযোগও। ওয়েকফিটের আয়োজিত 'স্লিপ ইন্টার্নশিপে'র পঞ্চম মরশুমের বিজয়ী হয়েছেন তিনি। ২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল এই অভিনব উদ্যোগ। প্রতিযোগিতার নিয়মও বেশ মজার। পর্যাপ্ত ঘুম, নির্দিষ্ট সময় মেনে ঘুমোতে যাওয়া এবং প্রতিদিনের ঘুমের অভ্যাস উন্নত করার পাশাপাশি অংশ নিতে হয় নানা সাপ্তাহিক চ্যালেঞ্জে। এ বার দু'মাসের এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আবেদন জমা পড়েছিল দু'লক্ষেরও বেশি। টানা ৬০ দিন ধরে প্রতিযোগীদের ঘুমের সময়, ধরন এবং দৈনন্দিন অভ্যাসের উপর নজর রাখা হয়। সেই অনুযায়ী তৈরি হত তাঁদের স্কোর। তবে শুধু ঘুমিয়ে থাকলেই চলত না। প্রতি সপ্তাহে থাকত মজার সব কাজ, যেখানে সৃজনশীলতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হত প্রতিযোগীদের। কোনও সপ্তাহে ছিল 'স্লিপ সিনেমা'। সেখানে জনপ্রিয় সিনেমার দৃশ্যকে ঘুমের সঙ্গে মিলিয়ে নতুনভাবে অভিনয় করে দেখাতে হত। আবার 'স্লিপ বিঙ্গো'তে এক সপ্তাহের ঘুমের অভ্যাস খতিয়ে দেখে নির্দিষ্ট ছক পূরণ করতে হত। সবচেয়ে মজার ছিল 'আন্ডারকভার স্লিপ মিশন'। কথোপকথনের মধ্যে কাউকে বুঝতে না দিয়ে 'কম্বর' অথবা 'বালিশ' শব্দ দু'টি ১০ বার ব্যবহার করতে হত প্রতিযোগীদের। প্রতি সপ্তাহে সেরা পারফরমারকে দেওয়া হত 'প্রো স্লিপার অফ দ্য উইক' খেতাব। শেষ পর্যন্ত সেরা তিনে জায়গা করে নেন রত্নগিরির মানিকন্দন, জিনিয়া চট্টোপাধ্যায় এবং মেহেক খোট। তাঁদের সঙ্গে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে ফিরে আসেন হায়দরাবাদের করিম খান। সাপ্তাহিক সৃজনশীল চ্যালেঞ্জে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পাওয়ায় ফের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পান তিনি। চার প্রতিযোগীকে নিয়ে আয়োজিত



হয় গ্র্যান্ড ফিনালে 'বিগ বেড'। অনেকটা টেলিভিশনের রিয়্যালিটি শোয়ের ধাঁচে সাজানো হয়েছিল শেষ পর্ব। সেখানে ছিল একাধিক পরীক্ষা। 'মেমরি ফোম চ্যালেঞ্জ'-এ কয়েকটি নমুনা ছবি দেখে একই রকম শোওয়ার ঘর সাজাতে হয়। স্মৃতিশক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং দলগত কাজের দক্ষতা যাচাই করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এর পর আসে 'স্লিপ অকশন'। বালিশ, কম্বল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, আলো এবং শব্দের ব্যবস্থা-সহ ঘুমের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিলামে কিনতে হয় প্রতিযোগীদের। সেই পর্বে পরিবেশনায় ছিলেন সঞ্চালক ও সমাজমাধ্যমের পরিচিত মুখ অনুজ গুপ্ত। সব শেষে প্রত্যেকের ঘুমের ব্যবস্থা তৈরি হলে শুরু হয় শেষ রাতের পরীক্ষা। সেই রাতের ঘুমের স্কোরই নির্ধারণ করে দেয় কে হবেন বিজয়ী। চূড়ান্ত হিসাবের পর জিনিয়ার মাথায় ওঠে সেরার মুকুট। পুরস্কার হিসেবে ৯.৬ লক্ষ টাকা এবং ছুটি কাটানোর স্পনসর করা সুযোগ পান তিনি।

সুধা অ্যাপারেলস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: ২/৫, সরত বোস রোড, ফ্ল্যাট নং ৮এ, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০২০
CIN: L17299WB1981PLC033331 ওয়েবসাইট: www.sudhaapparels.com ইমেল: secretarial@sudhaapparels.com
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়, ইপিএস ব্যতীত)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড (একত্রিত)					
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
	৩০-০৯-২৬	৩০-০৬-২৬	৩০-০৯-২৫	৩০-০৯-২৬	৩০-০৯-২৫	৩১-০৩-২৬	৩০-০৯-২৬	৩০-০৬-২৬	৩০-০৯-২৫	৩০-০৯-২৬	৩০-০৯-২৫	৩১-০৩-২৬
						নিরীক্ষিত						নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৯৭৩.৭১	২১৯.৫৮	৯৩০.৫৩	১,১৯৩.২৯	৯৬৯.৬৪	১,০৪৪.৫৩	৯৭৩.৭১	২১৯.৫৮	৯৩০.৫৩	১,১৯৩.২৯	৯৬৯.৬৪	১,০৪৪.৫১
সময়কালের নীট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়ের পূর্বে)	৫৩৭.৫০	(১১৪.৯৭)	৮৩৫.০৪	৪২২.৫৩	৮১৭.৭৫	৩৩৩.১০	৫৩০.৬৮	(১২০.৯০)	৮৩৫.০৪	৪০৯.৭৮	৮১২.২৮	৩০৮.৯৬
কর-পূর্ব সময়কালের নীট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়ের পরে)	৫৩৭.৫০	(১১৪.৯৭)	৮৩৫.০৪	৪২২.৫৩	৮১৭.৭৫	৩৩৩.১০	৫৩০.৬৮	(১২০.৯০)	৮৩৫.০৪	৪০৯.৭৮	৮১২.২৮	৩০৮.৯৬
কর-পরবর্তী সময়কালের নীট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়ের পরে)	৪৪৫.৮৩	(১৪৪.০৩)	৬২১.৬৭	৩০১.৮০	৬০৪.৩৮	(৪১৯.৮০)	৪৩৯.০১	(১৪৯.৯৬)	৬২১.৬৭	২৮৯.০৫	৫৯৮.৯১	(৪৪৩.৯৪)
সময়কালের মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের মুনাফা/(ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে) সমন্বিত)	১০,৪৭৯.৭৩	৫,৩২৭.০৮	(৯,৮৬৪.৯৩)	১৫,৮০৬.৮১	(৯,৭৪৬.১০)	(১৭,৬১৫.০২)	১০,৪৭২.৯১	৫,৩২১.১৫	(৯,৮৬৪.৯৩)	১৫,৭৯৪.০৬	(৯,৭৫১.৫৭)	(১৭,৬০৯.১৬)
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮
অন্যান্য ইকুইটি						৭৬,৫৬৭.৭৯	-	-	-	-	-	৭৬,৫৪৩.৭৭
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস)												
- মৌলিক/মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয়, বার্ষিক নয় (টাকা)	৫৬.৪৫	(১৮.২৪)	৭৮.৭১	৩৮.২১	৭৬.৫২	(৫৩.১৫)	৫৫.৫৮	(১৮.৯৯)	৭৮.৭১	৩৬.৬০	৭৫.৮৩	(৫৬.২১)

নোট:
১ আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৩৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় হিসাব মান ("Ind AS") অনুসারে এবং তদধীনে জারিকৃত প্রাসঙ্গিক বিধিসমূহের সঙ্গে পঠিত হয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।
২ উপরোক্ত বিবরণটি সেবি (তালিকাভুক্তি দায়বদ্ধতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক / অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sudhaapparels.com-এ পাওয়া যাবে।

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ১২ নভেম্বর, ২০২৬

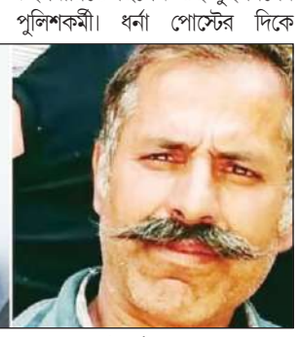
সুধা অ্যাপারেলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/-
যোগেশ শর্মা
পূর্ণকালীন ডিরেক্টর
DIN - ১০৭২৫৫৮৫

উদ্ধার হল কিশতওয়ারে নিখোঁজ দুই পুলিশকর্মীর দেহ

মাথা-পিঠে একাধিক গুলির ক্ষত, পাওয়া গেল না তাঁদের অস্ত্র

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ১২ নভেম্বরঃ টহল দিতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের দুই বিশেষ পুলিশকর্মী। কয়েক ঘণ্টার তল্লাশির পর মিলল তাঁদের দেহ। কিশতওয়ারের দুর্গম দাচ্ছান-মারওয়া এলাকার ধর্না পোস্টের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বাবি চাঁদ ও রশপাল কুমারকে।





দু'জনকেই গুলি করে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ। তাঁদের সঙ্গে থাকা দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ধর্না পোস্টে কর্তব্যরত দুই সহকর্মীর জায়গায় দায়িত্ব নিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময়েই এলাকায় আগে থেকে ওত পেতে থাকা জঙ্গিরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এক জনের মাথায় এবং অন্য জনের পিঠে গুলির ক্ষত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দুই পুলিশকর্মীর সঙ্গে থাকা একটি ইনসাস এবং একটি .৩০৩ রাইফেল পাওয়া যায়নি। অনুমান, তাঁদের খুনের পর অস্ত্র দু'টি নিয়ে পালিয়েছে আততায়ীরা। ঘটনাস্থলে জঙ্গিদের হামলার চিহ্ন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ ভাবে টহলদারিতে ছিলেন ওই দুই বিশেষ পুলিশকর্মী। ধর্না পোস্টের দিকে যাওয়ার সময়ই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দিনের বেলায় ওই এলাকায় গুলির শব্দও শোনা গিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। প্রথমে তাঁদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল। পরে দু'টি ফোনই বন্ধ হয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ে তাঁরা ফিরে না আসায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী। কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজির পর সকালে ধর্না টপ এলাকা থেকে দেহ দু'টি উদ্ধার হয়। ঘটনার পর এলাকায় যৌথ তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। কারা এই হামলা চালাল, তাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী। কিশতওয়ারের দুর্গম পাহাড়ি ও জঙ্গলঘেরা এলাকায় জঙ্গিদের উপস্থিতি নির্মূল করতে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযান চলছে। একাধিক অভিযানে সক্রিয় জঙ্গিদের মৃত্যু হলেও এই ঘটনা ফের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াল। এর কয়েক সপ্তাহ আগেও কিশতওয়ারে এক বিশেষ পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। গত ১৬ অক্টোবর ওয়ানিপোরা ত্রিগামে নিজের বাড়ির কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫৫ বছরের বশির আহমেদের দেহ। পেডিল পুলিশ পোস্টে কর্মরত বশির ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর সরকারি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও ম্যাগাজিন। পরে পুলিশের তদন্তে জানা যায়, জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে আত্মীয়রাই তাঁকে খুন করেছে। এক্ষেত্রে তেমন কোনও বিষয় রয়েছে বলে মনে করছেন না তদন্তকারীরা।

পূর্বাশা রিসোর্স লিমিটেড

[সিআইএন-এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮০পিএলসি০৩২৯০৮]
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ (০৩৩) ২২২৯-২৯৯১
ইমেলঃ corporate@purbasharesources.in, ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, ১২ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে।
এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৭ নম্বর বিধির সাথে পঠিত ৩৩ নম্বর বিধির শর্তানুসারে, উক্ত ফলাফলসমূহ এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের লিমিটেড রিভিউ রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in-এ উপলব্ধ রয়েছে এছাড়া প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এগুলি দেখা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.১১.২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্ছরাজকা
চেয়ারম্যান
ডিআইএনঃ ০০০১২৯৭৮

CHANGE OF NAME

I, Abdur Rahaman (Old Name) S/O–Al-imuddin Sekh resident of Maniknagar Mandalpara, Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rahaman to Abdul Rahaman Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Rahaman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/11/2026 . My name Abdul Rahaman Sekh & Abdur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sirajul Shaikh (Old Name) S/O–Dali Sekh resident of Fulbari, Bara Andulia, Ps-Chapra, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- do hereby declared that I have changed my name from Sirajul Shaikh to Siraj Sekh and henceforth I shall be known as Siraj Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/11/2026. My name Siraj Sekh & Sirajul Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prosanta Chakraborty S/O-Kedareshwar Chakraborty, residing at Swastipally, Joteram, P.S.-Shaktigarh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, Pin - 713104, do hereby dece that I have changed my name and shall henceforth be known as PRASANTA CHAKRABORTY in all purpose Vide Affidavit No-167 Dated-06/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Prosanta Chakraborty and Prasanta Chakraborty both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prabir Ranjit S/O- Santosh Ranjit resident of Vill-Shibpur, P.O.-Debnibas, P.S.-Freserganj Coastal, Dist.-South 24 Parganas, WB that my & father's name has been wrongly recorded as Prabir Rakshit S/o Santosh Rakshit in my Voter list of 2026 Sagar 132 Assembly Sl. No. 1060, EPIC No. ZIS1278597 and my father's name as Santos Ranjit/Sontosh Ranjit in my digital Ration Card No. SPHH0054903076, in place of Santosh Ranjit do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 20305 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 06/11/2026. That Prabir Rakshit S/o Santosh Rakshit, Santosh Ranjit & Santos Ranjit/Sontosh Ranjit all are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Susmita Sinha, W/O- Ritaban Sinha, residing at Pratapbagan, P.O.-Bankura, P.S.-Bankura, Dist- Bankura, West Bengal, Pin - 722101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SUSMITA SARKAR in all purpose Vide Affidavit No-181 Dated-02/11/2026 sworn before the Notary Public at Bankura Sadar, Bankura. That Susmita Sinha and Susmita Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK SHADEK, S/O- JASHOMUDDIN SK, residing at Golahat, Sripally, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, Pin - 713103, do hereby dece that I have changed my name and shall henceforth be known as SHADAK SK in all purpose Vide Affidavit No-166 Dated-06/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK SHADEK and SHADAK SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ruhidash Mondal (Old Name) S/O–Kanai Mondal resident of Vill & Po-Chhatina , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Ruhidash Mondal to Ruidas Mondal and henceforth I shall be known as Ruidas Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st class) Tehatta court dated on 10/11/2025. My name Ruidas Mondal & Ruhidash Mondal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Tipu Shaikh, S/O Mohammad Zahangir, রামপুরহাট লোকোপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১, পোঃ+থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Mohammad Zahangir. কিন্তু আমার প্যানকার্ডে ভুলবশত বাবার নাম Usman Shaikh করা হয়েছে। ৩০.১০.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৭৮৮৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mohammad Zahangir and Usman Shaikh উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Belal (Old Name) S/O–Taleb residing at Vill-Paharpur, PO-Bamangram, PS-Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Belal to Belal Sk and henceforth I shall be known as Belal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/11/2026 . My name Belal Sk & Belal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rokeya Kanon Bibi (Old Name) W/O–Masum Reja Malitya residing at Jannagar , Kanainagar , Nowda , West Bengal 742121 do hereby declared that I have changed my name from Rokeya Kanon Bibi to Rokeya Kanam and henceforth I shall be known as Rokeya Kanam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/11/2026 . My name Rokeya Kanam & Rokeya Kanon Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Alam Sekh (Old Name) S/O–Jabed Sk residing at Vill-Udaychandpur , Po-Jibanti , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Alam Sekh to Alam Sk and henceforth I shall be known as Alam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/11/2026 . My name Alam Sk & Alam Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Najera Begam (Old Name) W/O– Alam Sk residing at Vill-Udaychandpur , Po-Jibanti , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Najera Begam to Najira Bibi and henceforth I shall be known as Najira Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/11/2026 . My name Najira Bibi & Najera Begam both are same and one identical person.

আমার মক্কেল কল্পনা মন্ডল, স্বামী-বলরাম মন্ডল ২৩.০৮.২০১৭ তারিখে ৪০৩৯০৫/ ১৭ দলিল দ্বারা নবকুমার দাস, পিতা-ভদ্রেশ্বর দাস-এর নিকট হইতে মৌজা-বিপ্রনপাড়া সাবেক ৪৫৩০ ও হাল ৪৫৩১ দাগের ০.০০২৪ একর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন, যাহা নবকুমার দাস ১৭.১১.২০১৬ তারিখে ডেমজুড় এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮নং বহির ৫৮৯/ ১৬ ন দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার অনিল কুমার দাস-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্য ডেমজুড় বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য হইবে।

CHANGE OF NAME

It is hereby informed to the general public that I have Changed my name from Purnima Devi to Purnima Singh. In the future, I shall be known and recognized by the name Purnima Singh Purnima Singh D/o Kashi Singh Address:- 16/H/7 Ultadanga Road, Ultadanga High School, Burtolla P.S, Kolkata, Kolkata, West Bengal -700004

MUTHOOT FINCORP LTD. | মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

এতদ্বারা সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত শাখাগুলিতে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারসমূহ, যেগুলির মুক্তিকরণের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বারবার নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত মুক্ত করা হয়নি, সেগুলি 16.12.2026 তারিখে সকাল ১০:০০টা থেকে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে।

HOOGHLY DISTRICT - ARAMBAG: 4048002412, 4048002430, 4048002519, 4048002555, 4048002722, 4048002744, 4048002772, 4048002791, 4048002792, 4048002793, 4048002828, 4048002831, 4048002840, 4048002844, 4048002903, 4048002948, 4048002972, 4048003003, 4048003014, 4048003016, 4048003062, 4048003066, 4048003140, 4048003205, 4048003243, 4048003268, 4048003645, 4048003655, 4048003683, 4048003706, 4048003739, 4048003740, 4048003754, 4048003759, 4048003760, 4048003779, 4048003814, 4048003882, 4048004029, 4048004054, 4048004067, 4048004075, 4048004079, 4048004100, 4048004117, 4048004140, 4048004163, 4048004227, 4048004230, 4048004233, 4048004286, 4048004293, 4048004341, 4048004345, 4048004346, 4048004347, 4048004348, 4048004397, 4048004431, 4048004481, 4048004485, 4048004504, 4048004505, 4048004508, 4048004510, 4048004523, 4048004534, 4048006245, 4048006278, 4048006322. **BANDEL:** 4186001651, 4186001776, 4186002275, 4186002276, 4186002280, 4186002288, 4186002296, 4186002319, 4186002325, 4186002355, 4186002379, 4186002405, 4186002422, 4186002472, 4186002477, 4186002486, 4186002490, 4186002492, 4186002497, 4186002511, 4186002525, 4186002547, 4186002563, 4186002577, 4186002588, 4186002596, 4186002620, 4186002638, 4186002653, 4186002674, 4186002697, 4186002717, 4186002728, 4186002740, 4186002748, 4186002750, 4186002762, 4186002790, 4186002798, 4186002807, 4186002827, 4186002831, 4186002835, 4186002881, 4186002887, 4186002888, 4186002975, 4186003016, 4186003020, 4186003023, 4186003078, 4186003122, 4186003123, 4186003133, 4186003151, 4186003154, 4186003157, 4186003158, 4186003342, 4186003355, 4186003368, 4186003375, 4186003416, 4186003513, 4186003595, 4186003604, 4186003620, 4186003643, 4186003708, 4186003710, 4186003711, 4186003712, 4186003730, 4186003764, 4186003766, 4186003768, 4186003780, 4186003812, 4186003824, 4186003841, 4186003849, 4186003865, 4186003875, 4186003878, 4186003897, 4186003898, 4186003922, 4186003924, 4186003927, 4186003942, 4186003954, 4186003956, 4186003972, 4186003990, 4186004007, 4186004029, 4186004045, 4186004047, 4186004048, 4186004052, 4186004062, 4186004105, 4186004154, 4186004173, 4186004174, 4186004179, 4186004221, 4186004229, 4186004231, 4186004232, 4186004240, 4186004254, 4186004267, 4186004273, 4186004287, 4186004303, 4186004314, 4186004319, 4186004333, 4186004334, 4186004368, 4186004369, 4186004372, 4186004392, 4186004394, 4186005919, 8000024186, 8000124186. **CHANDANNAGAR:** 4161002736, 4161003003, 4161003555, 4161003557, 4161003570, 4161003648, 4161003695, 4161003705, 4161003721, 4161003722, 4161003729, 4161003732, 4161003757, 4161003778, 4161003787, 4161003792, 4161003793, 4161003814, 4161003816, 4161003863, 4161003864, 4161003907, 4161003922, 4161003947, 4161003950, 4161003951, 4161003953, 4161003971, 4161003972, 4161004000, 4161004006, 4161004007, 4161004043, 4161004059, 4161004070, 4161004071, 4161004098, 4161004104, 4161004111, 4161004128, 4161004136, 4161004139, 4161004141, 4161004155, 4161004163, 4161004170, 4161004176, 4161004207, 4161004208, 4161004215, 4161004238, 4161004240, 4161004291, 4161004296, 4161004325, 4161004335, 4161004342, 4161004350, 4161004360, 4161004365, 4161004369, 4161004370, 4161004382, 4161004383, 4161004402, 4161004446, 4161004472, 4161004478, 4161004481, 4161004506, 4161004510, 4161004526, 4161004552, 4161004571, 4161004573, 4161004590, 4161004606, 4161004616, 4161004620, 4161004626, 4161004629, 4161004641, 4161004648, 4161004686, 4161004804, 4161004849, 4161004870, 4161004886, 4161004890, 4161004906, 4161004915, 4161004932, 4161004953, 4161004977, 4161004990, 4161004992, 4161005004, 4161005005, 4161005019, 4161005032, 4161005036, 4161005042, 4161005043, 4161005055, 4161005062, 4161005071, 4161005104, 4161005118, 4161005138, 4161005155, 4161005183, 4161005187, 4161005188, 4161005225, 4161005233, 4161005235, 4161005242, 4161005260, 4161005268, 4161005270, 4161005300, 4161005313, 4161005333, 4161005342, 4161005352, 4161005359, 4161005378, 4161005381, 4161005390, 4161005451, 4161005482, 4161005496, 4161005497, 4161005503, 4161005504, 4161005527, 4161005529, 4161005550, 4161005578, 4161005595, 4161005603, 4161005610, 4161005657, 4161005660, 4161005698, 4161005755, 4161005770, 4161005836, 4161005839, 4161005856, 4161005881, 4161005896, 4161005934, 4161005948, 4161005975, 4161006006, 4161006007, 4161006032, 4161006049, 4161006057, 4161006087, 4161006099, 4161006112, 4161006133, 4161006149, 4161006155, 4161006156, 4161006173, 4161006180, 4161006195, 4161006202, 4161006203, 4161007224, 4161007226, 4161007227, 4161007232, 4161007233, 4161007234, 4161007235, 4161007237, 4161007238, 4161007241, 4161007242, 4161007246, 4161007249, 4161007250, 4161007251, 4161007253, 4161007260, 4161007264, 4161007267, 4161007269, 4161007273, 4161007276, 4161007285, 4161007286, 4161008085, 4161008120, 4161008147, 4161008175, 4161008222, 4161008252. **CHINSURAH:** 4069002677, 4069002872, 4069002883, 4069002891, 4069002919, 4069002928, 4069002937, 4069002988, 4069003002, 4069003015, 4069003017, 4069003019, 4069003038, 4069003049, 4069003053, 4069003079, 4069003090, 4069003093, 4069003095, 4069003106, 4069003109, 4069003128, 4069003132, 4069003137, 4069003183, 4069003213, 4069003227, 4069003240, 4069003251, 4069003253, 4069003260, 4069003270, 4069003273, 4069003291, 4069003305, 4069003319, 4069003328, 4069003341, 4069003342, 4069003351, 4069003355, 4069003372, 4069003386, 4069003397, 4069003423, 4069003425, 4069003426, 4069003434, 4069003435, 4069003441, 4069003448, 4069003461, 4069003471, 4069003476, 4069003478, 4069003492, 4069003497, 4069003520, 4069003563, 4069003566, 4069003573, 4069003577, 4069003601, 4069003617, 4069003627, 4069003652, 4069003653, 4069003670, 4069003676, 4069003678, 4069003685, 4069003689, 4069003700, 4069003757, 4069003764, 4069003765, 4069003768, 4069003800, 4069003807, 4069003808, 4069003810, 4069003866, 4069003872, 4069003889, 4069003916, 4069003918, 4069003936, 4069003946, 4069003971, 4069003980, 4069004015, 4069004017, 4069004018, 4069004179, 4069004234, 4069004249, 4069004290, 4069004291, 4069004336, 4069004543, 4069004581, 4069004622, 4069004696, 4069004697, 4069004727, 4069004741, 4069004742, 4069004745, 4069004779, 4069004791, 4069004797, 4069004799, 4069004842, 4069004860, 4069004908, 4069004932, 4069004933, 4069004965, 4069004980, 4069004986, 4069004993, 4069005017, 4069005033, 4069005041, 4069005043, 4069005050, 4069005068, 4069005071, 4069005073, 4069005082, 4069005115, 4069005209, 4069005250, 4069005268, 4069005369, 4069005406, 4069005440, 4069005468, 4069005535, 4069005539, 4069007512, 4069007558, 4069007623, 4069007664, 4069007742, 4069007766, 4069007793, 4069007795, 4069007819, 4069007825, 8000294069, 8000314069, 8000374069, 8000444069, 8000654069. **DANKUNI:** 2880005963, 2880006360, 2880006369, 2880006396, 2880006432, 2880006433, 2880006481, 2880006571, 2880006586, 2880006595, 2880006635, 2880006669, 2880006670, 2880006685, 2880006720, 2880006743, 2880006777, 2880006865, 2880006874, 2880006878, 2880006882, 2880006895, 2880006957, 2880006967, 2880006981, 2880006987, 2880006997, 2880007056, 2880007058, 2880007065, 2880007124, 2880007147, 2880007212, 2880007229, 2880007231, 2880007252, 2880007264, 2880007344, 2880007351, 2880007352, 2880007357, 2880007405, 2880007422, 2880007475, 2880007496, 2880007526, 2880007558, 2880007580, 2880007617, 2880007621, 2880007773, 2880007898, 2880007991, 2880008063, 2880008085, 2880008100, 2880008107, 2880008109, 2880008110, 2880008140, 2880008191, 2880008221, 2880008348, 2880008380, 2880008394, 2880008397, 2880008474, 2880008572, 2880008583, 2880008606, 2880008672, 2880008711, 2880008730, 2880008769, 2880008778, 2880

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণগ্রহীতারা সম্মত ঋণ বা সুবিধাসমূহের শর্তানুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্নোক্ত ঋণ বা সুবিধাসংক্রান্ত হিসাবগুলো খেলাপি অবস্থায় রয়েছে অথবা এনপিএ (এনপিএ-নন পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে একাধিক নোটিশ ও ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ পাঠিয়েছে। এর মধ্যে একটি চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধক রাখা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দেয়। এই সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বন্ধক রাখা সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রাখে। যেহেতু ঋণগ্রহীতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে অবহেলা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ঋণ চুক্তির অধীনে বন্ধক গ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ২০শে নভেম্বর ২০২৬ বা তার পরবর্তী সময়ে এই বন্ধক রাখা সম্পদ বিক্রি / নিষ্পত্তি করা হবে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৭৬ ধারা অনুযায়ী, এই বিজ্ঞপ্তিটিকে সম্পদ বিক্রির নোটিশ হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের জানানো যাচ্ছে। এছাড়া, ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধক রাখা সম্পদের মূল্য আরও কমে যায় এবং এর ফলে মার্জিন প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ১ (এক) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধক রাখা সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধক রাখা সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয় করার পরও যদি কোনো বকেয়া পাওনা থেকে যায়, তবে সেই অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা(রা) ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী	৪,৯২২.১৮	১১-১১-২০২৬
২	XXXXXXXXXX১৬৬০	নির্মল কুমার ভট্টাচার্য	২,৭৯৮.৯৫	১১-১১-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৩৮,৬০৩.৩০	১১-১১-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX৮০৫২	বিনয় কুমার ঝা	২৭,৭২৯.৬০	১১-১১-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX৫৪৮১	রাম কুমার দাস	৯,৯৪,০৭৬.৯৯	০৯-১১-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX৯২০৫	সলিল কুমার ঘোষ	২,০২৭.৭৬	০৯-১১-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX৪৫৯৪	অন্নদা প্রসাদ পাইক	৯,০১২.২৬	১১-১১-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX৭৬৬১	সৌমি চন্দ্র	৭,৬১,৩৭৩.৯২	১১-১১-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৫৮,১২৭.২৩	১১-১১-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX২৫১৮	পিনাকী রঞ্জন সিনহা	৫,৫০২.০৪	১১-১১-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৫৩৮৪	অভিজিৎ ভাদুড়ী	৪,২৪৬.৪২	১১-১১-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	৪,৬৫৩.৮৪	১১-১১-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৮,৬০৪.০২	১১-১১-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৮,৮৬,৩৭৩.১৪	১১-১১-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৭০২২	মহম্মদ শাকিল আনসারী	৮,৯০,৯৫৮.৮২	১১-১১-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX০৪৫৩	অর্চনা অগ্রয়াল	৫,০৫,১৪৮.০০	১১-১১-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৬৮২৩	দীপক জৈন	৫,২০,৮৮২.৮৩	০৯-১১-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলী খান	৩,৮৯৫.১২	১১-১১-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৬০৬২	তন্ময় কুমার ডাউন	৮০,৮৩৪.৮০	১১-১১-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX৪৫৭২	মনোমিতা সিংহ	৯,৯৯,৬৯৭.১৯	১১-১১-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX১২২৫	মিনি মেরি জোসেফ	০.০০	১৩-১১-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৩১০৭	মুকুলিকা প্রামাণিক	৩,২৬,৬৭৩.৯১	০৯-১১-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX৩৬৮০	বর্ষা দোশী	৭,২৪,৭৪২.৭৬	১১-১১-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	১৯,৯৯,৭৫৬.৬৮	০৯-১১-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX২১৮২	সুনিতা বিনানী	১৪,৮১,৮০৬.৮৮	১১-১১-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX২২৫১	শাজন ভার্গিস	৪,৬৪,০২০.৯০	১১-১১-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX২৫৬৭	শাজন ভার্গিস	৪,৩৮,২৯৬.০০	১১-১১-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৬,৩৪,৫৬৯.৩০	১১-১১-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৪৩৬১	কৃতি কাউনটিয়া	৮,১৬,২২৬.৮০	০৯-১১-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৯,৬৬০.০৯	১১-১১-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX২৩৮১	সুনীতা তুলস্যান	১৯,১৬,৬৭৭.০০	১১-১১-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৪০২০	রাজেশ মুখুতি	১,০৯,৯২৪.৮২	০৯-১১-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৬৯৪৭	শুভাশিস চক্রবর্তী	১,০০,১৯৬.৪২	১১-১১-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX০০৯১	সঞ্জয় পাল	৪,০৫,১০৬.৮২	১১-১১-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৪১৩৯	সম্রাট ব্যানার্জী	৭,০৮,৬৫০.২১	১৩-১১-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX৬৯৪৪	সন্ধ্যা মন্ডল	৯,৫৪,৯৪৫.৮০	০৯-১১-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৯৪৮৫	ত্রিপর্ণা সেন	১,৬৪,২৮৭.৮২	১১-১১-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX০৪৪৭	নীরজ কুমার গুপ্তা	১৯,৯১,৫৯৩.৬২	১১-১১-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৩৪৬৩	সমরেন্দ্র নাথ নন্দী	১,৫৫,০২৫.০০	১১-১১-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৬৮৩২	সুরজিত পাল	৬৫,৫৩৯.৬১	১১-১১-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৪২৯৪	অভিজিৎ সাহা	৪,১১,২০৮.৮২	১১-১১-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৪২১৯	প্রণব কুমার মন্ডল	১,৫৯,৬৩৩.৮৬	১১-১১-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৩১৫৩	সন্দীপ সাঙ্গেনা	৩২,১০০.০০	১৩-১১-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX০২২০	অরিন্দম কানুই	৯,৬৫,০৯৫.৮২	০৯-১১-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX০৬৩৯	নারি বুধরানী	১,৭৫৭.৮২	১১-১১-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৭০৭০	সুশীল কুমার এন্ড সন্স হুফ	১৭,১২,০৬৬.৩৬	১১-১১-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX০২০৮	সেখ আমির আলী	৬৬৬.৮২	১১-১১-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৯১০০	অমৃতা চক্রবর্তী	৫,৪৫,৫০১.৮২	১১-১১-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX৩১৪৪	অশোক কুমার আগরওয়ালা হুফ	৪,২৮৩.০০	০৯-১১-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৫৯৩০	শিব প্রসাদ ব্যানার্জী	৭৪০.১০	১১-১১-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX১৯৮১	আদিত্য আরও	৮,৬৯,০৭০.৯২	১১-১১-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX০১৬০	রাবিনা আগরওয়াল	২,৬৫৫.৮২	১১-১১-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৫৩৪১	দেবনীতা সাহা	৭৯,৪০০.৮২	১১-১১-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX৪৬৯২	উমা দেবী সিংহানিয়া	২,৩৩,৮২৮.৮২	১১-১১-২০২৬

তারিখঃ ১৩.১১.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২-৪ টাকা বাড়ল আমূল ও মাদার ডেয়ারির দুধের দাম

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বরঃ উৎসবের আবহের মাঝেই সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন সংসার খরচে বাস। ধাক্কা দিল দেশের দুই শীর্ষস্থানীয় দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা আমূল এবং মাদার ডেয়ারি। বৃহস্পতিবার থেকেই সারা দেশে এই দুই সংস্থার তরল দুধের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। গো-খাদ্য, পশুচারণ, প্যাকেজিং এবং পরিবহণ খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণেই বাধ্য হয়ে দুধের খুচরো মূল্য বাড়ানো হয়েছে বলে উভয় সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দুধের দাম বাাল সংস্থা দুটি-এর আগে গত মে মাসে এক দফা দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল।আমূল ব্র্যান্ডের বিপণনকারী সংস্থা ' গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন' (জিসিএমএমএফ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দেশজুড়ে তাদের তাজা পাউচ দুধের প্রধান ভ্যারিয়েন্ট গুলির দাম ৪ থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD
(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN:L68100WB2006PLC110039
Regd. Office: Bikaner Building. 8/1. Lal Bazar Street, 1st Floor
Room No- 10 Kolkata-700001,
Ph No):+91 90384 70761, Fax: 033-22420588;
Email id: csrdbinfra@rdbindia.com; Website: www.rdbindia.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধবর্ষ সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬	৩০ জুন ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩১-মার্চ ২০২৫
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	পরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৫১৪.৬০	৩,৩০৪.০৭	২,২৬২.০৯	৫,৮১৮.৬৭	৯,১৮৫.৭৮	১৪,২৬০.১১
২.	কর ও অসাধারণ আইটেমসমূহ পূর্ববর্তী নিট লাভ	৪৩৯.৫৫	৪৯৪.৫৭	৪০৭.১২	৯৩৪.১২	৭৭৭.৮০	১.৬৯২.৩৭
৩.	অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী এবং কর-পূর্ববর্তী নিট লাভ	৪৩৯.৫৫	৪৯৪.৫৭	৪০৭.১২	৯৩৪.১২	৭৭৭.৮০	১.৬৯২.৩৭
৪.	কর ও অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী নিট মুনাফা	২৫৭.৭৭	৪৪৩.৬৯	৩০৪.৫৫	৭০১.৪৬	৫৭৬.৮০	১,২৫২.৪৪
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো কর-পরবর্তী সময়ের লাভ এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয়)	২৫৭.৭৭	৪৪৩.৬৯	৩০৪.৫৫	৭০১.৪৬	৫৭৬.৮০	১,২৬৫.০০
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২,২৩৬.৫৯	২,২৩৬.৫৯	২,০২৮.৪৮	২,২৩৬.৫৯	২,০২৮.৮৪	২১০০.০৯
৭.	অন্যান্য ইকুইটি	০	০	০	০	০	২৪,৫৪৫.৮৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় মূল	০.১১	০.২১	০.১৬	০.৩২	০.৩১	০.৬৪
	মিশ্র	০.১১	০.২১	০.১৬	০.৩২	০.৩১	০.৬৪

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধবর্ষ সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬	৩০ জুন ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩১-মার্চ ২০২৫
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	পরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৫১৪.৬০	৩,৩০৪.০৭	২,২৬২.০৯	৫,৮১৮.৬৭	৯,১৮৫.৭৮	১৪,২৬০.১১
২.	কর ও অসাধারণ আইটেমসমূহ পূর্ববর্তী নিট লাভ	৪৩৯.৫৫	৪৯৪.৫৭	৪০৭.১২	৯৩৪.১২	৭৭৭.৮০	১.৬৯২.৩৭
৩.	অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী এবং কর-পূর্ববর্তী নিট লাভ	৪৩৯.৫৫	৪৯৪.৫৭	৪০৭.১২	৯৩৪.১২	৭৭৭.৮০	১.৬৯২.৩৭
৪.	কর ও অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী নিট মুনাফা	২৫৭.৭৭	৪৪৩.৬৯	৩০৪.৫৫	৭০১.৪৬	৫৭৬.৮০	১,২৫২.৪৪
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো কর-পরবর্তী সময়ের লাভ এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয়)	২৫৭.৭৭	৪৪৩.৬৯	৩০৪.৫৫	৭০১.৪৬	৫৭৬.৮০	১,২৬৫.০০
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২,২৩৬.৫৯	২,২৩৬.৫৯	২,০২৮.৪৮	২,২৩৬.৫৯	২,০২৮.৮৪	২১০০.০৯
৭.	অন্যান্য ইকুইটি	০	০	০	০	০	২৪,৫৪৫.৮৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় মূল	০.১১	০.২১	০.১৬	০.৩২	০.৩১	০.৬৪
	মিশ্র	০.১১	০.২১	০.১৬	০.৩২	০.৩১	০.৬৪

মন্তব্যঃ
উপরোক্ত তথ্যটি হলো ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে দাখিল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া, কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা /- শুভম বৈদ্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১১২৯৪৩৪৯

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২ নভেম্বর, ২০২৬

উৎসবের ভিড়ের সময় কামাখ্যায় যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবে ট্রেনে ওঠা ও নামার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে এনএফআর স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস

মালিগাঁও, ১২ নভেম্বরঃ দীপাবলি ও ছট পূজার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, কামাখ্যা রেল স্টেশনে যাত্রী সহায়তা ব্যবস্থা মজবুত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে উৎসবকালীন বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে এবং বিদ্যমান ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ সংযোজন করছে, যাতে দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষে নিজ নিজ শহর বা তীর্থস্থানে গমনকারী সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রী সুবিধা পান। যাত্রী সুরক্ষা এবং ভিড় ব্যবস্থাপনা অগ্রাধিকার হিসেবেই রয়েছে, বিশেষ করে যেসব স্টেশনে এই ট্রেনগুলির যাত্রা শুরু হয় বা যেখানে সেগুলি ট্রেনের স্টপেজ থাকে। মুখ্য স্টেশনগুলিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আবহাওয়া থেকে সুরক্ষিত হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করছে, যেখানে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়ার আগে অপেক্ষা করতে পারবেন। অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার এবং স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন যাত্রীদের টিকিট কেনা সহজ করে তোলে, অন্যদিকে পাবলিক অ্যাড্রেস ঘোষণার মাধ্যমে তাদের ট্রেনের সময়সূচী ও প্ল্যাটফর্ম নম্বর সম্পর্কে অবহিত রাখা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মেজর স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা, আলোকব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন সুবিধাও তদারকি করে। চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকা নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলি এই ব্যবস্থার সাথে সমন্বয়ে থাকে এবং যাত্রীদের ভিড় বেশি থাকার সময়ে স্টেশন কর্মচারীদের সহায়তা প্রদান করে। ছট পূজার প্রাক্কালে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদেরকে এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী ভক্তিগীত 'ছট গীত' দিয়ে স্বাগত করার পরিকল্পনা করেছে।



এনএফআর ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর মুখ্য কার্যালয় জেলা অ্যাসোসিয়েশনের স্বেচ্ছাসেবকরা রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ও বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে রেল প্ল্যাটফর্মে সহযোগ করেন, যাতে যাত্রীরা সুরক্ষিতভাবে ট্রেনে উঠতে ও নামতে পারেন। কামাখ্যায় ভিড় সামলানো আরপিএফ কর্মী ও বাণিজ্যিক কর্মীদের নিয়মিত কাজের অংশ। উৎসবের ভিড়ের সময় স্কাউটস ও গাইডস স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রেনের দরজার কাছে যাত্রীদের সারি সুসংগঠিত করতে সাহায্য করেন, যাতে নতুন যাত্রীদের ওঠার আগে নামতে ইচ্ছুক যাত্রীরা বেরিয়ে আসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পান। তারা তীর্থযাত্রী ও দূরপাল্লার ভ্রমণকারীদেরকে বিনামূল্যে খাবার পানিও বিতরণ করেন। এনএফআর ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর স্টেট চিফ কমিশনারের নির্দেশনায়, এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনারের উৎসাহ ও পরামর্শক্রমে হেডকোয়ার্টার্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন এই স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছে। উত্তর-পূর্ব

বর্ধমান মেডিক্যালে বিতর্ক , অশালীন ভিডিও নিয়ে চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর ঃ ল্যাবরেটরির ভিতরে বসে এক পুরুষ ও এক মহিলার হাত টানাটানি করে ম্যাসাজ করার দৃশ্য। মাত্র ৩০ সেকেন্ডের সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নতুন করে বিতর্কে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ। ভাইরাল ভিডিওর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগার ভিআরডিএল (VRDL)-এর নাম। তা ঘিরেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। যদিও ভিডিওটি আদৌ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরিতে ধারণ করা হয়েছে কি না, তার সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ল্যাবরেটরির মতো একটি ঘরের ভিতরে বসে রয়েছেন এক পুরুষ ও এক মহিলা। দু'জনের মধ্যে হাত টেনে ম্যাসাজ করার দৃশ্য ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। তবে ভিডিওটি কোথায় এবং কবে তোলা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ফুটেজের সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যালের VRDL ল্যাবের নাম জুড়ে দেওয়া হলেও, সেই দাবির পক্ষে এখনও কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ সামনে আসেনি। ফলে ভিডিওটির উৎস এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারের নাম জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ সূত্রে খবর, ভিডিওটি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নিয়ম মেনে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তবে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই না করে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নারাজ কলেজ প্রশাসন।

ইজি ফিনকর্প লিমিটেড

CIN: L65920WB1984PLC262226
নিবন্ধিত অফিসঃ ডানকান হাউস, চতুর্থ তলা, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১, টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৩০-৮৫১৫
ইমেলঃ **rpsg.secretarial@rpsg.in** ওয়েবসাইটঃ **www.easyfincorp.com**

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৬ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ অনিরীক্ষিত	৬ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৬ পরীক্ষিত
১.	মোট আয়	২.০৪	২.১৬	২.৪০	৪.২০	৪.৭৭	৯.৫৬
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের আগে	(৫.৯৫)	(১০.০৫)	(৪.৭৬)	(১৬.০০)	(৯.৯৪)	(২১.৬২)
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) কর পূরবর্তী, সাধারণ কার্যকলাপের	(৪.৮৯)	(৮.৯৮)	(৩.৭৭)	(১৩.৮৭)	(৭.৯৬)	(১৭.৬৭)
৪.	মোট ব্যাপকআয় /(ক্ষতি) করের মোট পরিমাণ	১২৪.৩৮	(৮.৯৮)	(১৭৮.৩০)	১১৫.৪০	(১৮২.৪৯)	(২৫৬.৪০)
৫.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০
৬.	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)	-	-	-	--	--	২,১৬৪.২৮
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিক নয়, সমাপ্ত বছর ব্যতীত) (প্রতিটি ১০ টাকা)						
	ক) মূল	(২.০০)	(৩.৬৬)	(১.৫৪)	(৫.৬৬)	(৩.২৫)	(৭.২১)
	খ) মিশ্র	(২.০০)	(৩.৬৬)	(১.৫৪)	(৫.৬৬)	(৩.২৫)	(৭.২১)
		বার্ষিক নয়					

দ্রষ্টব্য
১. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রস্তুত ও উপস্থাপিত উপরোক্ত ফলাফলগুলো ১২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং একই তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের অংশটি হলো সেবি (SEBI) (LODR) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। একক ত্রৈমাসিক / অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.easyfincorp.com) এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১২ নভেম্বর ২০২৬

ইজি ফিনকর্প লিমিটেডের পক্ষে,
রাজেন্দ্র দে
(পরিচালক)
DIN: 07011234

VIDULA CHEMICALS & MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED

CIN : L24239WB1980PLC032554
**Registered Office : 7E Neelamber Building, 28B, Shakespeare Sarani, Kol

১২ দলের আইপিএল এখনই নয়

জানুয়ারিতে টুর্নামেন্ট শুরুর জল্পনাতেও জল ঢালল বোর্ড

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ নভেম্বরঃ বিশ্ব ক্রিকেট বাজারে আইপিএলের বিপুল চাহিদা। তা সত্ত্বেও এখনই ১০ দলের টুর্নামেন্ট বাড়িয়ে ১২ দলের করার কোনও পরিকল্পনা নেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। শুধু তাই নয়, কেকেআরের অন্যতম কর্ণধার জুহি চাওলার প্রস্তাবিত জানুয়ারির উইন্ডো নিয়ে মুখ খুলতেও নারাজ বোর্ড কর্তারা। তাঁদের চোখে আপাতত একমাত্র লক্ষ্য ২০২৭ সালের মার্চে আইপিএলের ২০তম সংস্করণের সফল আয়োজন। বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ১২ দলের জল্পনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''২০২৮ সালে আইপিএল ১২ দলের হবে কি না, তা নিয়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক-কোনও স্তরেই আলোচনা হয়নি। আপাতত এই বিষয়টি আমাদের আওতার বাইরে।'' বাজারে ছড়ানো খবরকে 'উর্বর মস্তিষ্কের জল্পনা' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। জানান, সংবাদমাধ্যমে ছড়ানো এই ধরনের খবরের কোনও ভিত্তি বা পবিত্রতা নেই। আগামী ১৬ ডিসেম্বর আইপিএলের মিনি নিলাম। মেগা নিলামের আগে দলের পার্স ১২৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১৫০ কোটি টাকা করা নিয়ে জল্পনা চলছিল। তাতেও জল ঢেলেছেন দেবজিৎ। তিনি বলেন, ''বেতন বা পার্স বাড়ানোর বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী বছর মেগা নিলাম হবে। ডিসেম্বরের নিলামটি চলতি সাইকেলের শেষ বছরের। এরপর আমরা আগামী দিনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।'' সম্প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অন্যতম কর্ণধার তথা বলিউড তারকা জুহি চাওলা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনব প্রস্তাব দেন। তাঁর বক্তব্য, এপ্রিল-মে মাসের কাঠফাটা গরমের বদলে টুর্নামেন্ট জানুয়ারিতে আয়োজিত হওয়া উচিত। যদিও এই প্রস্তাব নিয়েও কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে অস্বীকার করেছেন বোর্ড সচিব। তাঁর সাফ জবাব, ''আমরা শুধু ২০২৭ সালের আইপিএল নিয়ে ভাবছি। মার্চ মাসে ওই টুর্নামেন্ট শুরু হবে। এর বাইরে আপাতত আর কিছুই ভাবার নেই।'' অর্থাৎ, খোলনলচে বদলের প্রস্তাব আপাতত বিশ বাঁও জলে।



পুরনো বিতর্ক ভুলে আইপিএল নিলামে নাম লেখাচ্ছেন মুস্তাফিজুর-সহ ৬ বাংলাদেশি ক্রিকেটার

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ নভেম্বরঃ ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটীয় সম্পর্কে অবশেষে গলছে বরফ। আসন্ন আইপিএলের মিনি নিলামে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। নিয়মমাফিক আসন্ন অকশনের আগে বিশ্বের অন্যান্য ক্রিকেট বোর্ডের মতোই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আর এই ইতিবাচক পদক্ষেপের পরেই স্পষ্ট, কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুস্তাফিজুর রহমানকে ছাঁটাইয়ের সেই দশ মাস আগের তিক্ত অতীত এখন অনেকটাই ফিকে। যা দু'দেশের বোর্ডের সম্পর্কে ফের নতুন ভোরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সব ঠিক থাকলে আগামী ১৬ ডিসেম্বর আইপিএলের মিনি নিলামের আসর বসতে চলেছে। রিপোর্ট মতে, এই নিলামে নিজের নাম নথিভুক্ত করছেন খোদ মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁর পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের দড়ি টানাটানিতে নাম লেখাচ্ছেন আরও ছ'জন পরিচিত বাংলাদেশি তারকা। তাঁরা হলেন-নাহিদ রানা, রিশাদ হোসেন, হাসান মাহমুদ, ব্যাটার তৌহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ এবং শরিফুল ইসলাম। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতীয় বোর্ডের কড়া নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে রিলিজ করতে বাধ্য হয় কেকেআর। পরিবর্ত খেলোয়াড় নেওয়ারও ছাড়পত্র মেলে। গত ডিসেম্বরের মিনি নিলামে মাত্র ২ কোটি টাকার বেস প্রাইস ছিল মুস্তাফিজুরের। চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে টেনেছিল নাইটরা। আইপিএলের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে দামি বাংলাদেশি তারকা। কিন্তু গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ভয়াবহ হামলার ঘটনার জেরে মুস্তাফিজুরের আইপিএল খেলা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এরপরই তাঁকে রিলিজের সিদ্ধান্ত। আর এই ছাঁটাইয়ের জেরে দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে বিস্তর জলঘোলা। প্রতিবাদে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাতে অস্বীকার করে বাংলাদেশ বোর্ড। বদলে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ম্যাচগুলি সহ-আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় সরানোর দাবি তোলে তারা। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি সেই অযৌক্তিক অবদার পত্রপাঠ খারিজ করে। ফলস্বরূপ, বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলে নেয় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। মেগা টুর্নামেন্টে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে স্কটল্যান্ড। তবে দশ মাস পর সেই মেঘ কেটে ফের রোদ্দুর। আইপিএলের মঞ্চে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের প্রত্যাবর্তন এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

ক্রিকেটে ছিনিমিনি খেলছেন শুভমানরা, ফুটবলে সেই কিউয়িদের কাছে ৫ গোল খেল ভারত

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ১২ নভেম্বরঃ একদিকে ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করছে টিম ইন্ডিয়া। অথচ ঠিক উল্টোদিকে, ফুটবলে সেই কিউয়িদের কাছেই নাকানিচোবানি খেল ভারত। বৃহস্পতিবার অকল্যান্ডের গো মিডিয়া স্টেডিয়ামে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খালিদ জামিলের ছেলেদের ৫-০ গোলে চূর্ণ করল নিউজিল্যান্ড। বিদায়ী কোচ ড্যারেন বেজলির ফেয়ারওয়েল সফরে এই একপেশে জয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল দুই দলের মানের আকাশপাতাল পার্থক্য। খালিদের টিমের অনভিজ্ঞ রক্ষণভাগই লজ্জার হারের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতের ডিফেন্সের মিলিত অভিজ্ঞতা মাত্র ৬৩ ম্যাচের, সেখানে কিউয়িদের অভিজ্ঞতা ৩৩৩! এদিন শুরুতেই প্রেসিংয়ের কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যুমেরাং হয় ভারতের পঞ্চম মিনিটে বিপর্যয়। বিশাল কাইথ সেভ করলেও জেসি রান্ডালের কাটব্যাক ক্লিয়ার করতে এগিয়ে যান প্রমবীর। সেই বল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সতীর্থ ডিফেন্ডার বিজয় ভার্গিজের গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। আজ



মাঝমাঠের দখল নিয়ে ফুল-ব্যাক অভিষেককে বারবার বোকা বানিয়েছে বিপক্ষ কিউয়িরা। মাঝমাঠের ভুলের ফায়দা তুলে ৩৪ মিনিটে গার্বেটের পাসে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রান্ডাল। প্রথমার্ধের ঠিক আগে প্রমবীরের ভুল ক্লিয়ারেন্স থেকে বল পেয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটিও করেন তিনি। ১৯ মিনিটে মনবীর সিংয়ের একটি সুযোগ নষ্ট ছাড়া ভারতের প্রাপ্তি শূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৭ মিনিটে ক্যালাম এলিয়টের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে জাল কাঁপান কিউয়ি অধিনায়ক ক্রিস উড। শেষ হয় দীর্ঘ ছ'মাসের গোলখরা। ৭৪ মিনিটে গিলিয়নের ক্রসে নিখুঁত হাফ-ভলিতে কফিনের শেষ পেরেকটি পোঁতেন লাচলান বেলিস। গোটা ম্যাচে কিউয়িদের ১৭টি শটের বিপরীতে ভারতের শট মাত্র ছ'টি। তবে এমন লজ্জার দিনে একমাত্র প্রাপ্তি গোলরক্ষক বিশাল কাইথের পারফরম্যান্স। ৭৮ মিনিটে বক্সে স্লাইডিং ট্যাকল করতে গিয়ে আকাশ মিশ্রর হ্যান্ডবলে পেনাল্টি পায় নিউজিল্যান্ড। কিন্তু স্পট কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন বিল টুইলোমা। ডানদিকে শরীর ছুড়ে দুর্দান্ত সেভ করেন বিশাল।

ওপেনিং জুটিতে বদল, দল ছাড়ছেন গুরনূর

কিউয়িদের বিরুদ্ধে বিশেষ প্ল্যান ভারতের



সংবাদ সংস্থা, মাউন্ট মঙ্গানুই, ১২ নভেম্বরঃ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে তৃতীয় ওডিআই। শুক্রবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ ম্যাচে নামবে ভারত। এই ম্যাচে জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করাই এখন লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার। তবে সামনে রয়েছে টেস্ট সিরিজও। তাই বিশেষ পরিকল্পনার পথে হেঁটেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ইতিমধ্যেই টেস্টের প্রস্তুতির জন্য দল ছেড়েছেন শুবমান গিল, কেএল রাহুলরা। সাপোর্ট স্টাফরাও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। এমন আবহে প্রকাশ্যে এসেছে নয়া আপডেট। প্রথম দুই ম্যাচে দাপট দেখানো পেসার গুরনূর ব্রারও দল ছাড়ছেন, এমনটাই জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি শেষ দু'টি ম্যাচে বদল হচ্ছে ভারতের ওপেনিং জুটিতেও। গিলের জায়গায় কে নামবেন? একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, নিউ জিল্যান্ডের দলে বেশ কয়েকজন লম্বা পেসার রয়েছেন। তাই লাল বলের সিরিজের প্রস্তুতির জন্য গুরনূরকে টেস্ট টিমের সঙ্গে রাখতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। যদিও তিনি ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে নেই, তবু তাঁকে আপাতত থেকে যেতে বলা হয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়ে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন গুরনূর। বুমরা-হীন পেস অ্যাটাকে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। এ বার টেস্ট দলেও ডাক পেতে পারেন তিনি। শুক্রবার চতুর্থ ওডিআই ম্যাচের পরে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। চতুর্থ ওডিআই-তে ভারতীয় দলে দু'টি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। শুবমান গিলের জায়গায় রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেনে নামতে পারেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। অন্য দিকে, মিডল অর্ডারে নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেন ঈশান কিষান। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচেও তাঁকে মিডল অর্ডারেই খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। অনুশীলন থেকে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া গিয়েছে। আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে ঋতুরাজকেও। সিরিজে সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাতে মরিয়া থাকবেন তিনি। তবে নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন তিলক বর্মাও। তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অবসর ভেঙে ফুটবলে ফিরছেন রোনাল্ডিনহো ইতালির ক্লাব রাভেনায় শুরু নতুন ইনিংস

সংবাদ সংস্থা, রাভেনা (ইতালি), ১২ নভেম্বরঃ অবসর ভেঙে ফের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরছেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো। প্রায় এক দশক পর পেশাদার ফুটবলে প্রত্যাবর্তন ৪৬ বছরের এই মহাতারকার। নামবেন ইতালির তৃতীয় ডিভিশন লিগ বা সেরি সি-র ক্লাব রাভেনা এফসি-র জার্সিতে। শুধু ফুটবলার হিসেবে নয়, ক্লাবের শেয়ারহোল্ডার হিসেবেও নতুন দায়িত্ব এবার তাঁর কাঁধে। আগামী ১৫ নভেম্বর ফোরলির বিরুদ্ধে ডার্বি ম্যাচে ফের দেখা যাবে সেই ট্রেডমার্ক হাসি ও পায়ের জাদু। গত জুন মাসেই রাভেনা-র সঙ্গে চুক্তি সেরেছিলেন রোনাল্ডিনহো। এই ক্লাবের মালিক তাঁর বন্ধু ইগনাজিও সিপ্রিয়ানি। এবার তাঁর মাঠে নামার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করল কর্তৃপক্ষ। কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত ২৯৯টি গোল রয়েছে প্রাক্তন বার্সেলোনা ও এসি মিলান তারকার। অর্থাৎ, রাভেনার জার্সিতে আর একটি গোল করলেই পেশাদার কেরিয়ারে ৩০০ গোলের কাঙ্ক্ষিত মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি।



স্তাদিও ব্রুনো বেনেত্তিতে ফোরলির বিরুদ্ধে সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় আপামর ভক্ত। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের হয়ে শেষবার গালিচায় ফিরছেন ২০০২ সালের বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা। ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রত্যাবর্তন শুধু রাভেনা এফসি-র প্রোফাইল বাড়ানোর জন্যই নয়, প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নামা। এরপর ২০১৮ সালে পাকাপাকিভাবে বুটজোড়া তুলে রাখার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। কিন্তু এবার ফের সেই চেনা ঘাসের বরং আন্তর্জাতিক স্তরে ক্লাবের পরিচিতি বা।াতেও দারুণভাবে সাহায্য করবে। চুক্তি সইয়ের পর উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডিনহো নিজেও জানিয়েছিলেন, 'বল পায়ে ফের মাঠে নামার জন্য আমার আর তর সইছে না। এই ক্লাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন একটা গল্প লেখার অপেক্ষায় রয়েছি।' বিশ্ব ফুটবলে রোনাল্ডিনহো মানেই স্কিলের জাদু। পিএসজি, বার্সেলোনা কিংবা এসি মিলান-যেখানেই খেলেছেন, মুগ্ধ করেছেন। ২০০৫ সালে ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা বার্সেলোনার হয়ে জোড়া লা লিগা এবং ২০০৬ সালে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতেন। মাঝমাঠে তাঁর অনবদ্য ড্রিবলিং ও সৃজনশীলতা বিপক্ষের চিরকালীন ত্রাস। প্রায় ১১ বছরের বেশি সময় পর সেই তিনি-ই ফের মাঠে নামতে চলেছেন। সেরি সি-র মঞ্চে আরও একবার ড্রিবলিংয়ের জাদুতে বুঁদ হতে তৈরি তামাম অনুরাগী।

'বিদ্রোহ' ঘোষণা অক্ষর প্যাটেলের, বিপাকে সৌরভের দিল্লি ক্যাপিটালস

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বরঃ হেড কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু মাঠের লড়াই শুরুর আগেই অধিনায়কত্ব নিয়ে সমস্যায় ফ্র্যাঞ্চাইজি। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লি ক্যাপিটালসের বর্তমান অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল আগামী মরশুমে আর দলের নেতৃত্ব দিতে চাইছেন না। তাঁর এই সিদ্ধান্তে সমস্যায় ফ্র্যাঞ্চাইজি। অক্ষরের এই সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করছে বিগত দুটি মরশুমের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাঁর অধিনায়কত্বে পরপর দুই বছর প্লে-অফের গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। দলগত ব্যর্থতার পাশাপাশি ক্যাপ্টেন্সির চাপ সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল অক্ষরের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও। ২০২৬ আইপিএলে ১৪টি ম্যাচে মাঠে নেমে ব্যাট হাতে মাত্র ১৭৩ রান এবং বল হাতে ১১টি উইকেট নিতে পেরেছিলেন ভারতীয় দলের এই নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার। ফলে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে একজন নির্ভরযোগ্য ম্যাচ-উইনার হিসেবে মাঠে নামতে চাইছেন তিনি। তবে চলতি ট্রেড উইন্ডোতে অক্ষর প্যাটেলকে নিজেদের দলে টানার জন্য বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ম্যানেজমেন্টকে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষ। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যানেজমেন্ট কোনওভাবেই অক্ষরকে হাতছাড়া করতে চায় না এবং তাঁকে অধিনায়ক পদে থেকে যাওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''অক্ষর অধিনায়কত্ব করতে অনিচ্ছুক। ম্যানেজমেন্ট ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, কারণ দলের ভারসাম্যের জন্য অক্ষর গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই মরশুমে বেশ কিছু ট্রেড অফার ফিরিয়ে দিয়েছি। তবে অক্ষরকে জোর করে রাজি করানো কঠিন হবে। তাই আগামী ডিসেম্বরে মিনি নিলাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন অধিনায়ক চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।'' আগামী মরশুমের আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্দরে রদবদল ঘটেছে। হেড কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়েছেন যুবরাজ সিং, শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসার চামিন্ডা ভাস এবং অভিজ্ঞ স্পিনার অমিত মিশ্র। তার ওপর লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে ফের নিজের পুরনো ঘর দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির দীর্ঘদিনের পোস্টার বয় ঋষভ পন্থ। অক্ষর প্যাটেল যদি শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন, তবে নিলামের পর দিল্লির সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে-হয় ঘরে ফেরা ঋষভ পন্থের হাতেই পুনরায় নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়া, অথবা নিলামের টেবিল থেকে নতুন কোন প্লেয়ারকে সই করিয়ে তাঁকে অধিনায়কত্ব দেওয়া।

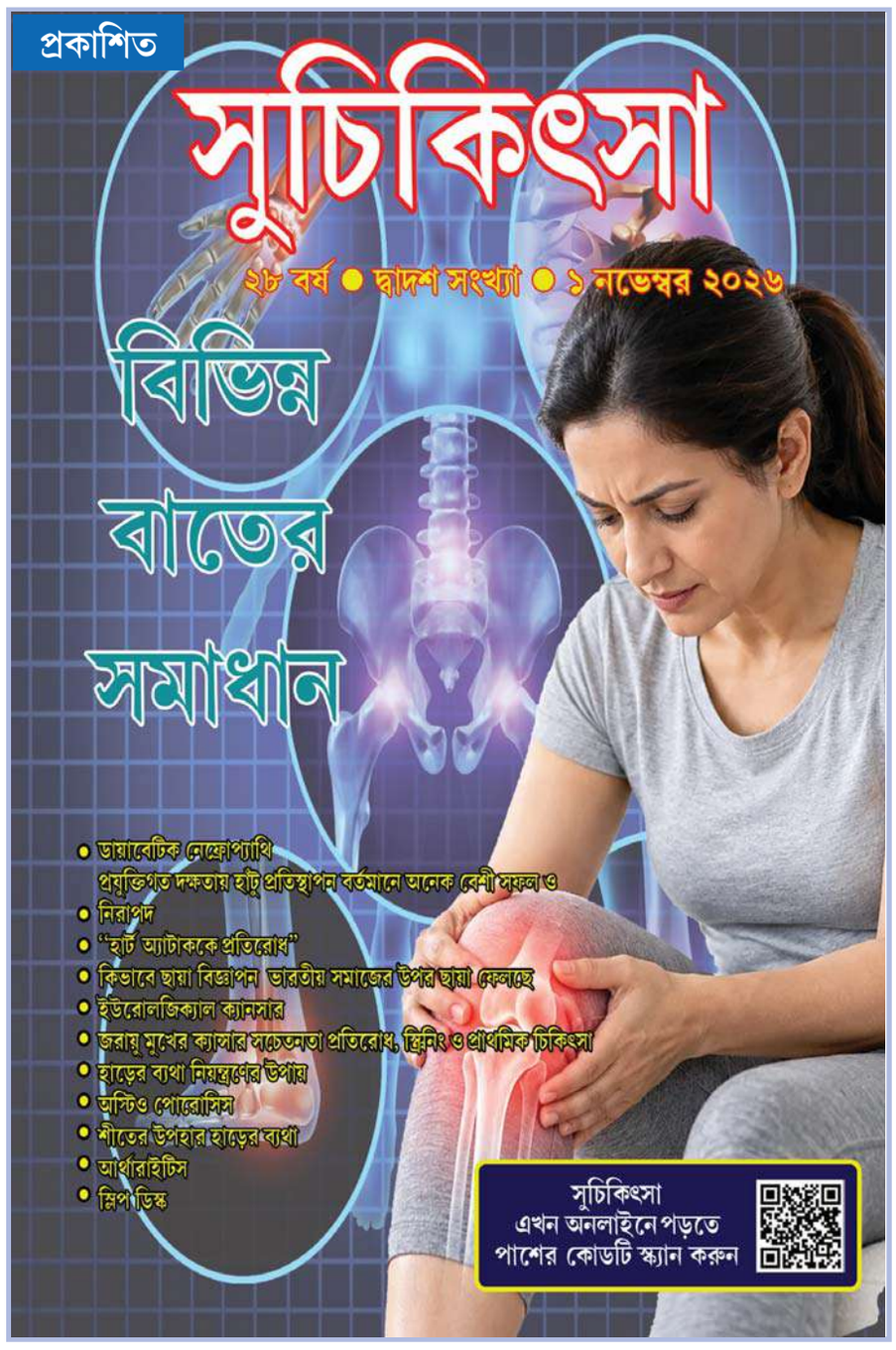
খোয়াজা একা নন! এর আগেও একাধিক ক্রিকেটারের আত্মজীবনী বারবার ভেঙেছে সাজঘরের মন্ত্রগুপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্রিকেটের অলিখিত নিয়ম একটাই-ড্রেসিংরুমের কথা ড্রেসিংরুমেই থাকবে। কিন্তু ক্রিকেটাররা যখন ব্যাট-বল ছেড়ে হাতে কলম তুলে নেন, তখনই ভাঙে সেই পবিত্র শপথ। সদ্য প্রকাশ্যে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী 'সবর'। ২০১৮ সালের নিউল্যান্ডস টেস্টে বল বিকৃতির ছক যে গোটা অস্ট্রেলিয়া দলই জানত এবং সেই দায় যে 'আমাদের সবার'-অবসর নেওয়া অজি তারকার এই একটি দাবিতেই আট বছর পর ফের বিশ্বক্রিকেটে তীব্র কোলাহল। তবে খোয়াজাই প্রথম নন। ক্রিকেট ইতিহাসে এমন বহু খেলোয়াড়ের আত্মজীবনী রয়েছে, যা প্রকাশের পরপরই বোর্ডের অন্দরে উঠেছে ঝড়, ভেঙেছে বহু পুরোনো বন্ধুত্ব। ২০১৪ সালে ক্রিকেটবিশ্বে কার্যত বোমা ফাটিয়েছিল কেভিন পিটারসেনের আত্মজীবনী 'কেপিঃ দ্য অটোবায়োগ্রাফি'। অ্যাশেজে ০-৫ ব্যবধানে চুনকাম হওয়ার পর পিটারসেনকে ছেঁটে ফেলে ইসিবি। তার ঠিক আট মাস পর প্রকাশিত বইয়ে ইংল্যান্ডের ড্রেসিংরুমকে রীতিমতো 'বিষাক্ত' বলে বর্ণনা করেন কেপি। তৎকালীন কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের বিরুদ্ধে 'ভয় দেখিয়ে শাসন' করার অভিযোগ তোলেন। শুধু তাই নয়, উইকেটকিপার ম্যাট প্রায়র-সহ সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর 'বুলিং' বা দাদাগিরির অভিযোগ আনেন তিনি। ফিল্ডিংয়ে সামান্য ভুলচুক হলেই নাকি বোলারদের কাছে ফিল্ডারদের ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হত, বক্তব্য কেভিনের! আর এই বই প্রকাশের পরই জেমস অ্যান্ডারসন ও অ্যান্ড্রু স্ট্রসদের সঙ্গে পিটারসেনের সম্পর্ক চিরতরে তলানিতে ঠেকে। তারও বহু আগে, ১৯৬০ সালে, এমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষী ইংরেজ অফ-স্পিনার জিম লেকার। তাঁর 'ওভার টু মি' বইয়ে ইংল্যান্ড ও সারের অধিনায়ক পিটার মে এবং ১৯৫৮-৫৯ অ্যাশেজের ম্যানেজার ফ্রেডি ব্রাউনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন লেকার। সেই সময়ে ইংরেজ ক্রিকেটে 'জেন্টলম্যান' (অ্যামেচার) এবং 'প্লেয়ার্স' (পেশাদার)-দের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য ছিল চরমে। লেকারের ওই স্পষ্টবাদিতার জেরে লর্ডসে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। শাস্তিস্বরূপ এমসিসি



এবং সারে তাঁর সাম্মানিক সদস্যপদ কেড়ে নেয়। কয়েক বছর পর অবশ্য নীরবেই তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কখনও সতীর্থদের দিকে আঙুল তোলা, তো কখনও আবার নিজেদের কুকীর্তির অকপট স্বীকারোক্তি! ২০১১ সালে পাকিস্তানের পেসার শোয়েব আখতারের 'কন্ট্রোভার্সিয়ালি ইয়োরস' বইটি দুই দেশের সীমান্তেই আক্রোশের ফুলকি ছড়ায়। রিভার্স সুইং পাওয়ার জন্য বারবার বল বিকৃতি করার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস'। এমনকী একে বৈধ করার দাবিও তোলেন। তবে বিতর্ক সীমা ছাড়ায়, যখন তিনি লেখেন, সচিন তেন্ডুলকর এবং রাহুল দ্রাবিড়ের ম্যাচ ফিনিশের কোনও দক্ষতাই ছিল না! ২০০৬ সালের ফয়সালাবাদ টেস্টে তাঁর গতির সামনে সচিন 'ভয় পেয়েছিলেন' বলেও দাবি করেন শোয়েব। এর জেরে ভারতে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, বাতিল হয়ে যায় তাঁর বই প্রচারের সমস্ত অনুষ্ঠান। ঠিক তার আগের বছর, ২০১০ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবস লেখেন 'টু দ্য পয়েন্ট'। বোর্ডের চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় থাকাকালীনই নিজের মদ্যপানের নেশা, রিহ্যাব-বাস, ২০০১ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গাঁজা সেবন এবং ২০০০ সালের ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে ছয় মাসের নির্বাসন নিয়ে খুল্লমখুল্লা মেলে ধরেন গিবস। পাশাপাশি গ্রেম স্মিথ, জ্যাক কালিস এবং মার্ক বাউচারের বিরুদ্ধে দলে গোষ্ঠী তৈরির অভিযোগ তুলে ড্যারিল কালিনানদের রোষের মুখে পড়েন। আবার ১৯৭৪ সালে অজি পেসার ডেনিস লিলি তাঁর 'ব্যাক টু দ্য মার্ক' বইয়ে ফাস্ট বোলিংয়ের রোমান্টিসিজম ভেঙে সরাসরি লিখেছিলেন, বাউন্সার দেওয়ার সময় ব্যাটারের পাঁজরই থাকত তাঁর লক্ষ্য। উদ্দেশ্য একটাই-'এতটা যন্ত্রণা দেওয়া, যাতে ব্যাটসম্যান আর আমার মুখোমুখি হতেই না চায়।' সবচেয়ে শান্ত মানুষটিও কলম ধরলে কতটা বিস্ফোরক হতে পারেন, তার প্রমাণ ২০১৪ সালে সচিন তেন্ডুলকরের 'প্লেয়িং ইট মাই ওয়ে'। ২৪ বছরের কেরিয়ারে বরাবর বিতর্ক থেকে দূরে থাকা মাস্টার ব্লাস্টার তাঁর বইয়ে তৎকালীন কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের মুখোশ খুলে দেন। সচিন লেখেন, ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কয়েক মাস আগে মুম্বইয়ের বাড়িতে এসে রাহুল দ্রাবিড়কে সরিয়ে তাঁকে অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন চ্যাপেল। বলেছিলেন, 'আমরা দুজনে মিলে বছরের পর বছর ভারতীয় ক্রিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।' সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ ফিরিয়ে দেন সচিন এবং চ্যাপেল-জমানাকে কেরিয়ারের 'সবচেয়ে খারাপ সময়' বলে উল্লেখ করেন। চ্যাপেল অবশ্য এই দাবি পুরোপুরি অস্বীকার করেছিলেন। একইভাবে ২০১৯ সালে তাঁর 'গেম চেঞ্জার' বইয়ে পুরোনো হিসেব মিটিয়ে নেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। জাভেদ মিয়াঁদাদ থেকে শুরু করে ভারতের গৌতম গম্ভীর-কাউকেই রেয়াত করেননি। গম্ভীরের 'কোনও ব্যক্তিত্ব নেই' এবং তাঁর 'আচরণগত সমস্যা' রয়েছে বলে তোপ দাগেন আফ্রিদি। সেই সঙ্গে নিজেই ফাঁস করেন নিজের বয়স ভাঁড়ানোর কথা। জানান, সরকারি খাতায় ১৯৮০ লেখা থাকলেও, তাঁর আসল জন্মসাল ১৯৭৫! ১৯৬০ সালের জিম লেকার থেকে ২০২৬ সালের উসমান খোয়াজা-ইতিহাস বলছে, ক্রিকেটারদের আত্মজীবনী বারবার ভেঙে দিয়েছে সাজানো-গোছানো চিত্রনাট্য। আর মনে করিয়ে দিয়েছে, 'ভদ্রলোকের খেলা' তকমার আড়ালে ক্রিকেট আসলে রক্ত-মাংসের মানুষের প্রবল সংঘাত আর রাজনীতিরই জমজমাট ময়দান।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com